বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol » 094 »28 Pous 1429 »
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ০৯৪ »«২৮শে, পৌষ ১৪২৯»

সেনার বুক থেকে বের হলো অবিস্ফোরিত গ্রেনেড

ইউক্রেন ঃ এক ইউক্রেনীয় সেনার বুক থেকে সার্জারির মাধ্যমে অবিস্ফোরিত একটি গ্রেনেড সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে। কিয়েভের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাতে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে। ইউক্রেনের উপমন্ত্রী হান্নান মালিয়ার বলেন, আহত ইউক্রেনীয় সেনারা বুক থেকে বিস্ফোরক দ্রব্যটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন সার্জনরা। ওই গ্রেনেডের ছবিও প্রকাশ করেছেন চিকিৎসক। যেটিতে স্পষ্ট গ্রেনেডটি দেখা যাচ্ছে। ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, সামরিক চিকিৎসকরা ওই সেনারা শরীর থেকে (ভুক্স) গ্রেনেড অপসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করেছেন। ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীর উপদেষ্টা আন্তন গেরাশচেঙ্কো বলেন, অস্ত্রোপচারের সময় ইলেক্ট্রোকোগুলেশন ব্যবহার না করেই অপারেশন করা হয়েছিল। কারণ গ্রেনেডটি যেকোনো মুহূর্ত বিস্ফোরিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি বলেন, অস্ত্রোপচারের সময় বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াডের দুই সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যদিও আর বিস্ফোরণ হয়নি। এখন ওই সেনাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 59958.03 -147.47
NIFTY : 17858.20 -37.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 17 .22 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06 .32 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 51,910 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 47,950 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 66,450 টাকা./কিলো

রুশ ভাড়াটে বাহিনীর মোকাবিলা করছে ঃ ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চলে রাশিয়ার ভাগনার বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রধান কিয়েভের উপর হামলার আশঙ্কা করছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আরও অস্ত্রের জন্য আবেদন করছেন।

অর্থোডক্স ক্রিসমাস উৎসবের সময় রাশিয়ার একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে সে দেশ হামলা চালিয়ে গেছে। উৎসবের পরেও হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইউক্রেনের পূর্বে বাখমুত শহরের কাছে সোলেদারের উপর রাশিয়ার ভাগনার ভাড়াটে বাহিনীর নেতৃত্বে জোরালো হামলা চলছে। বাখমুত ও সোলেদার শহরের তেমন কৌশলগত গুরুত্ব না থাকা সত্ত্বেও ভাগনার গ্রুপের এমন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই ভাড়াটে বাহিনীর সমন্বয়ের অভাব নিয়েও সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। ইউক্রেনীয় বাহিনী শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও রাশিয়া আবার নতুন করে আক্রমণ চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হানা মালইয়ার। সে দেশের একাধিক সূত্র অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সৈন্যদের লাশ ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রবল শীত সত্ত্বেও আহতদেরও উদ্ধার করা হচ্ছে না। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য দৈনিক বিবৃতিতে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বা প্রাণহানির উল্লেখ করেনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি তার রাতের ভিডিও বার্তায় বলেন, ব্যাপক ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও দেশের সৈন্যরা বাখমুত ও সোলেদার শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। তার মতে, সোলেদারে সংঘর্ষের জের ধরে বাকি দেশে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী কিছুটা সময় পাচ্ছে।

তিনি পশ্চিমা বিশ্বের উদ্দেশ্যে আরও অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের জন্য আবেদন করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি দেশ চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী পেত্র ফিয়ালার সঙ্গে জেলেনস্কি সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সংবাদ মাধ্যমের একাংশের সূত্র অনুযায়ী ব্রিটেন ইউক্রেনে ব্যাটেল ট্যাংক পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফ্রান্স, জার্মানি ও অ্যামেরিকার পর পোল্যান্ডও ট্যাংক পাঠানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ভালেরি জালুঝনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের উপর নতুন করে হামলার জন্য আরও সৈন্য প্রস্তুত করছে। তার মতে, সম্ভবত এবার রাজধানী কিয়েভের উপর সরাসরি আক্রমণ চালাতে পারে মস্কো।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আংশিক সামরিক সাফল্যের জন্য ইরানের পাঠানো ড্রোনকে দায়ী করা হচ্ছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালাইভান বলেন, ইরান সম্ভবত যুদ্ধাপরাধে অবদান রাখছে। সে দেশের ড্রোন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি ও কোম্পানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। এবার ড্রোন উৎপাদন ও রপ্তানি বন্ধ করতে আরও পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা ইয়েমেনের উদ্দেশে পাঠানো ইরানের অস্ত্র আটক করেছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী বলেছে, তারা গত সপ্তাহে ইয়েমেনের উদ্দেশে আসা অ্যাসল্ট রাইফেলের একটি চালান আটক করেছে। তাদের ধারণা এটি ইরান থেকে এসেছে।

ইউএস ৫ম ফ্লিটের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওমান উপসাগরে একটি মাছ ধরার জাহাজে ২,১১৬ একে৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল পাওয়া গেছে। জাহাজটি ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের কাছে ঐতিহাসিকভাবে অবৈধ পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি পথ অতিক্রম করছিল।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনী গত দুই মাসে একই এলাকায় আরও দুটি মাছ ধরার জাহাজ আটক করেছে যেগুলো ইরান থেকে ইয়েমেনে অস্ত্র বহন করছিল।

ইউএস নেভাল ফোর্সেস সেন্ট্রাল কমান্ড, ইউএস ৫ম ফ্লিট এবং কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সের কমান্ডার ভাইস অ্যাডএম ব্র্যাড কুপার বলেছেন, এই চালানটি ইরানের অস্থিতিশীল কার্যকলাপের একটি ক্রমাগত প্যাটার্নের অংশ। এই হুমকির ব্যাপারটা আমরা খেয়াল করছি। নৌ চলাচলের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে বা আঞ্চলিক নিরাপত্তার সাথে আপোষ করে এমন কোনো সামুদ্রিক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে আমরা সজাগ থাকি। ইরান বারবার হুথিদেরকে অস্ত্র দেয়ার কথা অস্বীকার করেছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ এবং জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা জব্দ করা চালানে ইরানে ব্যবহৃত উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ২০১৪ সালের শেষের দিকে ইয়েমেনে যখন সংঘাত শুরু হয় তখন হুথিরা রাজধানী দখল করে। ২০১৫ সালের গোড়ার দিকে ইয়েমেনের নির্বাসিত সরকারের পক্ষে যুদ্ধরত সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রবেশের ফলে লড়াই আরও ঘনীভূত হয়। অক্টোবরে ৬ মাসের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং বছরের পর বছর ধরে চলা যুদ্ধের কারণে ইয়েমেনে লাখ লাখ মানুষ মানবিক সহায়তার সংকটে পড়েছে।

১৩০০ বাতিল আর ১০ হাজার ফ্লাইট বিলম্বের ধাক্কায় যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ কম্পিউটারে সমস্যার কারণে বড় ধরনের অব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল। বুধবার প্রায় ৯০ মিনিট বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা এখনও চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনস্ট্রেশন (এফএএ)'র ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কম্পিউটারে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয়। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে সমস্যাটি ধরা পড়ে। কম্পিউটারে ও সার্ভারের ব্যাকআপ প্রোগ্রামেও একই সমস্যা হচ্ছিল। এ কারণে বিমানবন্দরগুলো তথ্য আপডেট করতে পারছিল না। বিভিন্ন বিমান বন্দরে খারাপ আবহাওয়া, রানওয়ে বন্ধ থাকা বা নির্মাণকাজ চলার মতো খবরগুলো আপডেট করা যাচ্ছিল না। এ কারণে সকাল ৯টা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সব অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট উড্ডয়ন বন্ধ রাখা হয়। এখন পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। বাতিল হয়েছে ১৩শয়েরও বেশি। দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'ফ্লাইট গ্রাউন্ডিং' বলা হচ্ছে এটাকে। ওয়ান ইলেভেনের পর এটাকে বলা হচ্ছে বিমান চলাচলের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এই ঘটনায় অসংখ্য যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েন। তবে বৃহস্পতিবারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এফএএ এক টুইটার বার্তায় জানায়, কারিগরি জটিলতার কারণে যে 'গ্রাউন্ড স্টপ' জারি করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। ত্রুটির কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাটি সাইবার হামলা ছিল না বলে নিশ্চিত করেছেন এফএএর কর্মকর্তারা। শুক্রবারের মধ্যে সব ফ্লাইট শিডিউল স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলেও আশা করছেন তারা।

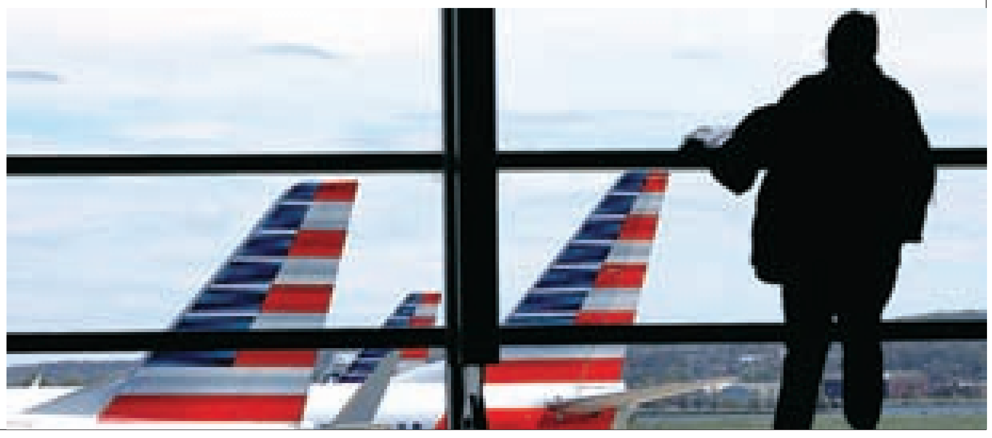

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

খারকিভে বেয়ারবক, আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত খারকিভে গেলেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেযারবক। ইউক্রেনকে আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। সমানে বিমানহানা হচ্ছে বলে ইউক্রেনে বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক তাই পোল্যান্ড থেকে সারারাতের ট্রেনে ইউক্রেন এসে পৌঁছান। জার্মানির পূর্ণ মন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম খারকিভের অবস্থা সরেজমিনে দেখলেন। বেয়ারবকের সঙ্গে ছিলেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুলেবা এবং জার্মানিতে নিযুক্ত ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত। খারকিভের গভর্নর জানিয়েছেন, বেয়ারবক খারকিভ থেকে চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর রাশিয়ার গোলাবর্ষণ শুরু হয়। তিনি বলেছেন, শহরের মানুষ যেন আশ্রয়স্থলের বাইরে না আসেন। যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, এমন একটা শহর দেখতে চেয়েছিলেন বেয়ারবক। বেয়ারবক জানিয়েছেন, এখন ইউক্রেনে ভয়ংকর ঠান্ডা। তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অবস্থায় তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষগুলির কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই খারকিভে গিয়েছিলেন। বেয়ারবকের সফরসঙ্গী ডিডাব্লিউর সংবাদিক ম্যাক্স জান্ডের জানিয়েছেন, বেয়ারবক এই শীতে রাশিয়ার আক্রমণের প্রভাব বিদ্যুৎ, জল, হিটিংয়ের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার উপর কীভাবে পড়ছে, তা দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বাচ্চাদের একটি হাসপাতালও পরিদর্শন করেন। বেয়ারবক জানিয়েছেন, জার্মানি ইউক্রেনকে সমর্থন ও সাহায্য করে যাবে। তারা ইউক্রেনকে আরো কম্বল ও জেনারেটর দেবে। অস্ত্রও দেবে। বেয়ারবক জানিয়েছেন, তিনি চান এখনও রাশিয়ার দখলে থাকা জমিতে যে সব ইউক্রেনের নাগরিক আছেন, তাদের মুক্ত করতে হবে। ইউক্রেন জার্মানির কাছ থেকে লেপার্ড ২ কামান চায়। তবে জার্মান সরকার এখনও তাদের সেই কামান দিতে রাজি হয়নি।

সিদ্ধান্ত আগামী দুই মাসের মধ্যে এই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে

ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যটনের ক্ষেত্রে, কারিগরি শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সহ একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত অসম মন্ত্রিসভার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের পর্যটন এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম মন্ত্রিসভা । বৃহস্পতিবার জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর অসম সচিবালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন ব্রহ্মপুত্র নদীতে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসারে একগুচ্ছ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম মন্ত্রিসভা । এদিনের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি জানান, সাগর মেলা প্রকল্পের অধীনে ব্রহ্মপুত্র নদীর কাছে থাকা পাঁচটি মন্দিরকে এক সূত্রে বাধার প্রচেষ্টা করা হয়েছে । মূলত কামাখ্যা মন্দির, অশোক্লান্ত মন্দির, উমানন্দ, দোল গোবিন্দ মন্দির এবং পান্ডু নাথ মন্দিরকে সংযোজন করে এই সাগর মেলা প্রকল্পের রূপরেখা প্রস্তুত হয়েছে বলে তিনি জানান । মন্ত্রী বলেন, ২০ থেকে ৩০ মিনিট অন্তর ব্রহ্মপুত্র নদীতে ফেরি পরিষেবা শুরু করা হবে । এই ফেরি পরিষেবা ব্যবহার করে পর্যটকরা মন্দির গুলো পরিদর্শন করতে পারবেন । তাছাড়া ফেরি পরিষেবার মাধ্যমে কামাখ্যা মন্দিরের পাহাড়ের নিচে এসে সেখান থেকে একটি লিফটের মাধ্যমে ২-৩ মিনিটে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবেন পর্যটকরা । এক্ষেত্রে কামাখ্যা মন্দিরের পাহাড়ের নিচে নতুনভাবে একটি লিফটের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন । মন্ত্রী বলেন এই প্রকল্পে অসমের পর্যটন বিভাগের ৪৫ শতাংশ এবং ভারত সরকারের ৫৫ শতাংশ শেয়ার থাকবে ।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তথা দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সেবা' র আদলে পৃথকভাবে কারিগরি শিক্ষা তথা দক্ষতা বিকাশের স্বার্থে একটি বোর্ড গঠন করা হবে । এক্ষেত্রে যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন আগামী দুই মাসের মধ্যে এই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে । এই কারিগরি শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণী অতিক্রম করলে সেটা সেবার দশম শ্রেণীর সমতুল্য হবে । একইভাবে এখানে দশম শ্রেণী গতানুগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণীর সমপর্যায়ে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

অন্যদিকে ঢেকিয়াজুলির বরসলা এলাকায় একটি ৫০ মেগাওয়াট সোলার পার্ক নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া । তিনি বলেন এই এলাকায় ইতিমধ্যেই উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ হয়েছে । ফলে স্থানটি ফাঁকা পড়ে থাকলে উচ্ছেদিত ব্যক্তিরা ফের একবার জমি দখলের প্রয়াস করতে পারেন । এর ফলেই সেখানে প্রস্তাবিত সোলার পার্ক নির্মাণ করা হবে । এদিকে রাজ্যের ৪৪ লক্ষ পরিবারকে স্মার্ট মিটার দেওয়া হবে বলে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে । রাজ্যের মাপ যোগ বিভাগ এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে একত্রীকরণ এর সিদ্ধান্ত ছাড়াও অন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী ।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রচার তরুণদের জীবন বদলে দিয়েছে ঃ অন্নপূর্ণা

কোডেরমেয়ে কৌশল মহোৎসবে কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। জাতীয় যুব দিবসে জেলার বাগিটান্ড স্টেডিয়ামে কৌশল মহোৎসব রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় ৬ হাজারের বেশি তরুণতরুণী তাঁদের নিবন্ধন করেছেন এবং সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের পর নির্বাচিত যুবকদের কোডারমার সাংসদ ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী নিয়োগপত্র প্রদান করেন। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যুবকদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সবাই এর সুফল পাচ্ছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক পরিকাঠামোর জন্য যে কাজ করছে তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন দেশের যুবকদের জীবন বদলে দিতে কাজ করেছে। বরকট্ঠার বিধায়ক অমিত যাদব এই অনুষ্ঠানে বলেন যে বাড়িতে বসে থাকলে কাজ পাওয়া যায় না, যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই করা উচিত। তিনি বলেন, পরিশ্রম ছাড়া সফলতা কোথাও পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যমুয়ার বিধায়ক কেদার হাজরা, কোডারমার বিধায়ক ডঃ নীরা যাদব, জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জন। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক পাংখুরি বলেন, প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রমেশ সিং, বন বিভাগের আধিকারিক সুরজ কুমার সিং, জেলা উন্নয়ন কমিশনার ঋতুরাজ প্রমুখ।

সদর হাসপাতাল আকস্মিক পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক

কোডারমা। বৃহস্পতিবার সদর হাসপাতালে আচমকা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জন। সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জনের কাছ থেকে বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন জেলা প্রশাসক সেখানকার সুযোগসুবিধা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি ওপিডি, এক্সরে রুম, ইমার্জেন্সি, ল্যাব,সহ ডিসিএইচসি পরিদর্শন করেন। তিনি হাসপাতালের ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধনের জন্য সিভিল সার্জনকে নির্দেশ দেন। হাসপাতালের পরিবর্তিত সাইন বোর্ড লাগানোর জন্য ডিপিএমকে নির্দেশ দেন। এসময় তিনি আগত রোগীদের সাথেও কথা বলেন করেন এবং চিকিৎসকদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা উন্নয়ন কমিশনার ঋতুরাজ, সিভিল সার্জন ডাঃ অনিল কুমার, কনফিডেন্সিয়াল ইনচার্জ জয়পাল সোয়, সদর হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ মনোজ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসেন জেএমএম নেতারা

কোডারমা। জেলার ডোমচাঞ্চে ১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের আগমনের প্রস্তুতির বিষয়ে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেএমএম নেতা সহ মন্ত্রী পদমর্যাদার বিনোদ কুমার পান্ডে এবং ফাগু বেসরা। পর্যালোচনাকালে দলের ব্লক সভাপতি, সম্পাদক, জেলার সমস্ত পদাধিকারী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যরা আশ্বাস দেন যে কোডারমার জমিতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি ঐতিহাসিক হবে। দলীয় নেতাকর্মীরা ফুলের তোড়া ও ফুল দিয়ে উষ্ণভাবে সম্মান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি শ্যাম কিশোর সিং ও জেলা সম্পাদক বীরেন্দ্র পান্ডে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গোপাল যাদব, সঞ্জয় পান্ডে, বৈজনাথ মেহতা, ইসলাম আনসারি, রেখা বিশ্বকর্মা, জেলা সহসভাপতি কামেশ্বর মাহাতো, পবন মাইকেল কুজুর, অশোক কুমার, জেলা মুখপাত্র সঞ্জয় সাজন, বীরেন্দ্র মিশ্র, জেলা সংগঠন সম্পাদক এম চন্দ্র, বৈজনাথ যাদব প্রমুখ। , মহম্মদ কুদ্দুস, নির্মলা তিওয়ারি, অশোক সিং, বিনয় রানা, দিবাকর তিওয়ারি, সুরেশ সাহু, গণেশ রাই, ধর্মেন্দ্র কুমার, বিশ্বনাথ রায়, আশরাফ আনসারি, চন্দ্রদেব যাদব, উমেশ যাদব, কামেশ্বর ভারতী, মহম্মদ আনামুল, দীপক বিশ্বকর্মা, দিলীপ চন্দ্র, আনিসুল হক। বারানওয়াল, তরুণী প্রসাদ, রামচন্দ্র সিং, ঘনশ্যাম সিং, রামেশ্বর মুর্মু, অশোক শর্মা, চিতলাল সাহু, সন্তোষ রাম, মহেশ ভার্মা, মুকেশ কুমার পান্ডে, শৈলেন্দ্র কুমার সিং, বাসন্তী দেবী, আফজাল হুসেন, বাবলু আলম, রামেশ্বর প্রসাদ যাদব, ছোটে লাল বিশ্বকর্মা , দীপক সোনি, সঞ্জয় কুমার পান্ডে, পঙ্কজ মোদী, মুন্না সিং সহ বিপুল সংখ্যক জেএমএম নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে হাম ও রুবেলার টিকাকরণের শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

মালদা ঃ মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে হাম ও রুবেলার টিকাকরণের শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সোমবার মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এই শিবিরের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক শাস্ত্র অধিকারিক ডঃ অভিক শংকর কুমার, জয়েন্ট বিডিও রমেশ চন্দ্র মন্ডল, থানার আইসি পার্থসারথী হালদার, মানিকচক চক্রের বিদ্যালয়ে পরিদর্শক মোহাম্মদ পারভেজ সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশ অনুসারে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই টিকাকরণ। আগামী দিনগুলিতে মানিকচকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিবিরের মধ্য দিয়ে ১৫ বছরের নিচে ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের হাম রুবেলা টিকাকরণ দেওয়া হবে। সকল প্রান্তের অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানকে এগিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে এই টিকা গ্রহণ করে সে বার্তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের।

রুবেলা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকাকরণ শিবির শুরু হল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি । রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং শিলিগুড়ি পৌরসভার উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হল রুবেলা টিকা করণ কর্মসূচি । রুবেলা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকাকরণ শিবির শুরু হল শিলিগুড়িতে। সোমবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলে এই শিবির শুরু হয়। রাজ্য সরকার ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে শিবির আয়োজিত হয়। সোমবার বিকেলে ৪ টে পর্যন্ত চলে শিবির। এদিন প্রায় ২০০ জন ছাত্রকে টিকা দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের এই টিকা দেওয়া হবে। এদিনের এই শিবির পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, পুর কমিশনার সোনাম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা।

কালচিনি ব্লকের বিচ চা বাগান সংলগ্ন নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ারঃ কালচিনি ব্লকের বিচ চা বাগান সংলগ্ন নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বিনয় কুমল (৫২)। তিনি এই বাগানেরই বাসিন্দা ছিলেন । পুলিশ সূত্র খবর, 'বিনয় অসুস্থ ছিলেন, এ কারণে বাগানের হাসপাতালেও কিছুদিন ভর্তি ছিলেন। এরপর এদিন কোনো কারণ বসত তিনি নদীতে গেলে, সেখানে পরে যান এবং তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ।

লোহার সামগ্রী ধার করার মেশিনে কাটা গেল এক শিশুর ডান হাতের দুটি আঙুল

মালদা ঃ লোহার সামগ্রী ধার করার মেশিনে হাত চাপা পড়ে কাটা গেল এক শিশুর ডান হাতের দুটি আঙুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই জখম শিশুটিকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। জখম শিশুর নাম সোমাইয়া ইয়াসমিন(২)। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জগন্নাথপুরে তার বাড়ি। বাবা লোহার সামগ্রী ধার করার কাজ করেন। সোমবার বিকেলের দিকে কাজ করার সময় মেয়ের হাত ধার দেওয়ার মেশিনে চাপা পড়ে কাটা যায় মাঝের দুটি আঙুল। সেই অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে ভর্তি করা হয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হলে রাত ৮টা নাগাদ ভর্তি করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

রাস্তায় কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে আহত এক যুবক

মালদা ঃ রাস্তায় কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে আহত এক যুবক। এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে পুরাতন মালদা থানার বলরামপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় আহত মোটরবাইক আরোহীর নাম তাজামুল সেখ বয়স ২৪। তার বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। জানা যায় এদিন কাজ সেরে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হয় ওই মোটরবাইক আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে এদিন রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

টোটো ও মোটরবাইক সংঘর্ষে আহত এক মোটরবাইক আরোহী

মালদা ঃ টোটো ও মোটরবাইক সংঘর্ষে আহত এক মোটরবাইক আরোহী। এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে কালিয়াচক থানার যদুপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় আহত মোটরবাইক আরোহীর নাম মতিউল শেখ বয়স ৪০। তার বাড়ি ইংরেজ বাজার থানার গয়েশপুর এলাকায়। জানাজায় এদিন রাতে কালিয়াচক এলাকা থেকে কাজ সেরে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে যদুপুর এলাকায় অপরদিক থেকে আসা একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। তাতে আহত হয় মোটরবাইক আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষপূর্তি উদযাপন

মালদা ঃ মালদার ওষুধ ব্যবসায়ীদের বৃহৎ সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শীতের রাতে রাস্তায় ঘুরে বেরিয়ে গরম পোশাক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো। সোমবার গভীর রাতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্যরা শতাধিক দুঃস্থ মানুষদের ঘুরে ঘুরে কম্বল বিলির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও সোমবার বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ১৩০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নানান ধরনের কালচারাল অনুষ্ঠানের আযয়োজন করা হয়। সংগঠনের মালদা জেলার সম্পাদক চন্দন মুখার্জি জানিয়েছেন, রাস্তার ভবঘুরেদের ঠান্ডার মধ্যে গরম পোশাক বিলি করা হয়েছে। এদিন প্রায় ২০০ গরীব মানুষকে এই গরম পোশাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সারাদিন ধরে নানান ধরনের কালচারাল অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়েই সংগঠনের এই বর্ষপূর্তি উৎসবের আযয়োজন করা হয়।

বন্দে ভারত সুপারফাস্ট ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল

মালদা। বন্দে ভারত সুপারফাস্ট ট্রেনের পাথর ছোড়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল। যদিও বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষ দেখছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার বন্দে ভারত ট্রেনের চেপেই সকাল সাড়ে দশটায় মালদায় আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল মোড়েশ্বর পাতিল । মালদায় এদিন মন্ত্রীর দলীয় বৈঠক ছাড়া একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। এই আবাস যোজনার দুঃস্থ মানুষদের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে উঠছে। কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মালদায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে গিয়েছেন । সেই তদন্তের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা পড়বে। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিন বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে মালদা টাউন স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন দলেরই বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, ইংরেজবাজার পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি , ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক তাপস গুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

শুরু হল প্রতিটি বিদ্যালয়ে মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন প্রদান

আলিপুরদুয়ারঃ আজ থেকে শুরু হল প্রতিটি বিদ্যালয়ে মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন প্রদান। কালচিনি ব্লকে আজ ৫২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে । কালচিনি ব্লক স্ব্যাস্থ আধিকারিক ডাঃ সুভাষ কুমার কর্মকার জানান ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সী প্রতিটি শিশু কে এই মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ।

কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোচবিহার উৎসব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউট ওয়ার্কশপ

কোচবিহারঃ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোচবিহার উৎসব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউট ওয়ার্কশপ। এদিনের এই ওয়ার্কশপে জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ বক্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদর মহকুমা শাসক শেখ রাকিবুর রহমান সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। এদিনের এই ওয়ার্কশপে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়।

'অনুব্রত মণ্ডলকে আমরা দিল্লী দর্শন করাবোই',বিস্ফোরক সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা ঃ 'অনুব্রত মণ্ডলকে আমরা দিল্লী দর্শন করাবোই।' বিস্ফোরক দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। সোমবার দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বাঁকুড়া২ নং মণ্ডলের ডাকে 'পঞ্চায়েতি কর্মী সম্মেলনে' যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই কথা বলেন।রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রা' নিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহার করা ('সিরিয়াস লিডার রাহুল গান্ধী') মন্তব্য নিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'শত্রুঘ্ন সিনহাকে কি কেউ সিরিয়াসলি নেয়!আপনারা নিচ্ছেন নিন।আবার কখন 'খামোশ' বলে দেবে তখন সবাই চুপ করে যাবেন।বিহারে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ঢিল ছোঁড়া বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা'। এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি করে, কারো নাম না করে বলেন, 'কিছু মানুষ আছে যারা ভারতবর্ষের উন্নতি সহ্য করতে পারেনা। এদেশে 'থাকে, খায় আর গুণগান গায় অন্য দেশের'।এদিনের এই কর্মসূচীতে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর এই দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল, বিল্লেশ্বর সিনহা প্রমুখ।

কোচবিহার জেলা জুড়ে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু

কোচবিহার ঃ আজ থেকে কোচবিহার জেলা জুড়ে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হল। কোচবিহার জেলায় ৭ লক্ষ ১৮ হাজার শিশুকে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে স্বাস্থ্য ডক্টর। মূলত ৯ মাস থেকে পনেরো বছর বয়সের শিশুদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। রুবেলা ভাইরাস এর সংক্রমণ ঠেকাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ স্বাস্থ্য দপ্তরের। প্রথম দিন বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং বিভিন্ন স্কুলে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলে। প্রতিটি সরকারি স্কুলে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

ইসলামপুর কলেজ মোরে সিপিআইএমের জনসভা

উত্তর দিনাজপুর ঃ শিক্ষক নিযয়োগের দুর্নীতি ও ইসলামপুর ব্লকের আবাস যোজনার প্রকল্প তোলাবাজির বিরুদ্ধে ও গরীব মানুষদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোমবার ইসলামপুর কলেজ মোরে জনসভা করল সিপিআইএম। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ । আজ এই জনসভা থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ করেন তিনি। এছাড়াও এদিন এই জনসভায় বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন দলবল ছেরে সিপিআইএম যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ।

দুদিন ব্যাপী অষ্টম ইন্ডিয়া টি ফোরাম নামে আলোচনা মূলক অনুষ্ঠানের আযয়োজন

শিলিগুড়ি। দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম চা শিল্প। তবে সময় সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই চা শিল্পের চাহিদা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। ফলে চায়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়াতে দুদিন ব্যাপী অষ্টম ইন্ডিয়া টি ফোরাম নামে একটি আলোচনা মূলক অনুষ্ঠানের আযয়োজন করতে চলেছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি। আগামী ১১ ও ১২ ই জানুয়ারী শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। সোমবার বিকেলে একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান উদ্যোক্তারা। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চায়ের চাহিদা বাড়ানোর বার্তা তুলে ধরতে স্লোগান দেওয়া হয়েছে 'এক অর পেয়ালি হো যায়ে।' উদ্যোক্তাদের বক্তব্য বিশেষত নতুন প্রজন্ম এখন চা পান করা থেকে বিরত থাকছে। অন্যদিকে নেপাল থেকে আসা চায়ের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং চাহিদা অনেকাংশে কমে আসছে। সেই চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে কি করে চায়ের বিক্রি আরও বাড়ানো যায় তার রূপরেখা তৈরি করা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলায় শুরু হল হাম ও রুবেলা ভাইরাস প্রতিরোধে এম আর ভ্যাকসিন

জলপাইগুড়ি। গোটা রাজ্যের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় শুরু হল হাম ও রুবেলা ভাইরাস প্রতিরোধে এম আর ভ্যাকসিন। এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার পূর্বাঞ্চল হাইস্কুলে টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। তিনি বলেন, পুরসভার সব স্কুলেই এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, এদিন জেলার ২২৭ টি স্কুলে টিকাকরণ শিবির শুরু হয়েছে। কোনও কোনও স্কুলে একাধিক শিবির রয়েছে। মোট ৪৩৮ টি শিবির চালু হয়েছে। স্কুলের টিকাকরণ কর্মসূচি ১১ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। এরপর ৯ মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জেলায় সকলকেই এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

এসজেডিএএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি। এসজেডিএএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।নতুন এই ওয়েব সাইটে থাকবে ই পেমেন্টের ব্যবস্থা সহ একাধিক সুবিধা। কোন কাজের জন্য সাধারন মানুষকে আর শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের দপ্তরে আসতে হবে না,মানুষেরা এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন।এছাড়াও এসজেডিএ এর দ্বারা কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে ওয়েব সাইট থেকেই জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ।সোমবার এসজেডিএ এর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই নতুন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান।

রায়গঞ্জে শুরু হল হাম ও রুবেলার টিকাকরণ

উত্তর দিনাজপুর ঃ হাম ও রুবেলার টিকাকরণ শুরু হল রায়গঞ্জে। উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রায়গঞ্জ পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এই টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয় আজ। ৯ মাসের শিশু থেকে ১৫ বছর বয়সীদের এই টিকা দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন রায়গঞ্জের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে টিকা নেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। হাম ও রুবেলার টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের মধ্যে ভয় থেকেও উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। এদিন রায়গঞ্জ পৌর এলাকায় ১৯ হাজার ১৩৫ জনকে এই টিকা প্রদান করা হবে বলে জানান রায়গঞ্জ পৌরসভার পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস।৯ জানুয়ারী থেকে ১১ ফ্রেবুয়ারী পর্যন্ত রায়গঞ্জ সহ উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে মোট ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৫১ জনকে এই টিলা দেওয়া হবে।উত্তর দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র,সরকারি ও বেসরকারি স্কুল,অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া হবে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে

বাঙ্গালী ছাত্র সমাজ ও বাঙ্গালী যুব সমাজের আহ্বানে অবস্থান বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি কোর্ট মোড় সংলগ্ন হেড পোষ্ট অফিসের সামনে বাঙ্গালীর ছাত্র সমাজ ও বাঙ্গালী যুব সমাজ ৪ দফা দাবি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।বাংলা মোর দেশ বাংলাকে ভালোবাসীএই সংগীতের মধ্যদিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়।আমরা বাঙ্গালীর কর্মীরা বিভিন্ন স্থান থেকে হেড পোষ্ট অফিসের সামনে এই বিক্ষোভে সামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।মূলত ৪ দফা দাবির ওপর এই আঃেদালন হলেও তাদের মূল দাবি বাংলাকে বিভাজনের হাত থেকে রক্ষা করে বাংলা ভাগের চক্রান্ত কোন ভাবেই সহ্য করবেন না বাঙালি যুব সমাজ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল কালচিনি থানার পুলিশ

আলিপুরদুয়ার ঃআগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল কালচিনি থানার পুলিশ । গোপন সুত্রে পাওয়া খবররের ভিত্তিতে কালচিনি পুলিশ কালচিনি ট্রলি লাইন এলাকা থেকে কার্তিক গুহ নামক এক যুবককে গ্রেফতার করে তার থেকে একটি দেশি পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ধৃত যুবককে শনিবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নিরাপত্তার নজর এড়িয়ে মোদীর কাছে পৌঁছে গেলেন এক যুবক!

হুবলি ঃ ফের প্রশ্নের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুরক্ষা। আজ বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের হুবলিতে রোড শো করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড় ছিল। আর তাঁদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। আর সবার নজর এড়িয়েই একেবারে মোদীর কাছে পৌঁছে গেল এক নাবালক। এসপিজির নজর এড়িয়েই চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। কোনও রকমে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এমন গলদ! সামনে আসতেই প্রশ্নের মুখে সুরক্ষা এজেন্সিগুলি। হুবলিতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। আজ বিবেকানন্দের জন্মদিন। গোটা দেশজুড়েই যুব দিবস উপলক্ষ্যে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই মতো আজ ২৬তম যুব মহোৎসবের উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উৎসবের মাধ্যমে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানানোর কথা ছিল তাঁর। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক কর্ণাটক সরকারের সহযোগিতায় যুব উৎসবের আয়োজন করে। আর সেখানে যোগ দিতেই হুবলিতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। আর সেখানেই নরেন্দ্র মোদীর সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গেল। এক যুবক প্রধানমন্ত্রীর দিকে ছুটে আসে আর সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে একটি রোড শোতে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দুপাশে লোহার ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। আর সেই সমস্ত ব্যারিকেড একেবারে ভেদ করেই এক যুবক প্রধানমন্ত্রীর দিকে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে ঘটনার একটি ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই এগোচ্ছিলেন এসপিজি অফিসাররা। কিন্তু সবার নজর এড়িয়ে একটি মালা নিয়ে ছুটে আসে ওই যুবক। যদিও সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে ধরে ফেলেন নিরাপত্তার সঙ্গে থাকা অফিসাররা। উদ্বেগ হতে দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রীকে। তবে এই ঘটনায় উদ্বেগ হতে দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রীকে। খুব শান্ত ভাবেই ওই যুবকের কাছ থেকে মালাটি নেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে এসপিজি। সেখানে এমন নিরাপত্তায় গলদ কীভাবে ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকি এসপিজির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এই ঘটনার পরেই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি খতিয়ে দেখছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে ঘটনার পরেই নিরাপত্তা প্রধানমন্ত্রীর আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা জওয়ানদের। এই ঘটনা নতুন নয় এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়ে। পাঞ্জাবে দীর্ঘক্ষণ একটি ফ্লাইওভারে থমকে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। অবরোধের জেরে থমকে যায় সেই কনভয়। এই রেশ কাটতে না কাটতে আরও কয়েকবার একই ভাবে বিঘ্নিত হয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা।

৩৩ ঘন্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আয়করের তল্লাশি চলছে তৃণমূল কাউন্সিলরের হোটেলে

জোশীমঠ ঃ প্রায় ৩৩ ঘন্টারও বেশি সময় হয়ে পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও আয়কর দফতরের তল্লাশি চলছে তৃণমূল মেয়র পারিষদ আমির উদ্দিন ববির হোটেলে। মৌলালি এলাকার রিপন স্ট্রিটে কাউন্সিলারের এই হোটেল। সেখানেই বুধবার দুপুরে হঠাত করে হানা দেয় আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। এরপর থেকে প্রায় ৩১ ঘন্টা কেটে গিয়েছে। এখনও ওই হোটেলে তল্লাশি চলছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও এই দীর্ঘ তল্লাশির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মেয়র পারিষদের কোনও বক্তব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলারের বিলাসবহুল হোটেলে ঠিক কি কারণে তল্লাশি চলছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আয় বহির্ভুত একাধিক সম্পত্তির হদিশ আয়কর দফতরের আধিকারিকরা পেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও বেশ কিছু বেনামি সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে বলেও খবর। তবে এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছুই জানানো হয়নি। তবে ওই হোটেলের প্রত্যেকটি গেটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি বেশ কয়েকটি গেট সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কাউকে ঢুকতে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না শুধু তাই নয়, কালকের পর থেকে ওই হোটেল থেকে কাউকে বের এবং ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলেও খবর। তবে সকালে আরও বেশ কয়েকজন আয়কর দফতরের আধিকারিক ওই হোটেলে এসেছে বলেও খবর। শুধু ওই কাউন্সিলারের হোটেলেই নয়, কলকাতার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং অফিসেও আয়কর দফতরের তল্লাশি চলছে বলে জানা যাচ্ছে। 'কুবেরের ধন' পাওয়া গিয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছ থেকে অন্যদিকে 'কুবেরের ধন' পাওয়া গিয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি ও অফিস থেকে। বুধবার তাঁর বাড়ি অফিস সহ অন্তত ২৮ টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় আয়কর দফতর। একেবারে ভররাত পর্যন্ত চলে আয়কর দফতরের এই তল্লাশি। কেন্দ্রীয় এই সংস্থা সূত্রে খবর, তল্লাশিতে ১৫ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সবথেকে বেশি টাকা কারখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে বিধায়কের বাড়ি থেকে মাত্র ২ থেকে ৩ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। ব্যবসার টাকা তবে বিপুল পরিমাণ এই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় জাকির হোসেনের দাবি, ব্যবসায়ী হওয়ায় বাড়ি ও অফিসে এসেছিলেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। তিনি যেমন আয়কর আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন । তবে কর দিয়ে ব্যবসা করেন বলে জানিয়েছেন জাকির হোসেন। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদের মধ্যে তিনি সব থেকে বড় কর দাতা বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে বিধায়ক আরও বলেন, অনেক সময়ে শ্রমিকদের টাকা দিতে হয়। আর তা দিতে হয় নগদে। সেটা সেই টাকা বলেও জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী।

মোদীর অনুষ্ঠানে প্রত্যেক কলেজ থেকে পাঠাতেই হবে ১০০ ছাত্রছাত্রী! বিজেপি শাসিত রাজ্যে সরকারি নির্দেশিকায় বিতর্ক

নয়া দিল্লি ঃ বৃহস্পতিবার ২৬ তম জাতীয় যুব দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে তার আগে সেই অনুষ্ঠানে আবশ্যিক উপস্থিতি থাকতে নির্দেশিকা জারি করে বিতর্কে বিজেপি শাসিক কর্নাটকের শিক্ষা দফতরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ডেপুটি ডিরেক্টর। কর্নাটকের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ডেপুটি ডিরেক্টর কৃষ্ণ নায়েক সব সরকারি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অনুদান প্রাপ্ত প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলেছিলেন, প্রত্যেক কলেজ থেকে অন্তত ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসকদেরও বলা হয় রেলওয়ে স্পোর্টর্স গ্রাউন্ডে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। সরকারি নির্দেশিকায় উল্লেখ করা বলে হয়, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র পরতে হবে এবং তাঁদের জন্য দুপুরের খাবারের বন্দোবস্তও করা হবে।

এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, ডেপুটি কমিশনার গুরু দত্ত হেগড়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাদের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি। তারা বলেছিলেন, অনলাইন ইভেন্টের জন্য নথিভুক্ত করার পরে শুধুমাত্র আগ্রহী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহণের কথাই তারা বলেছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার গুরু দত্ত হেগড়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন, ডেপুটি ডিরেক্টর কৃষ্ণ নায়েকের সঙ্গে। তারপরেই জানানো হয়, আগেকার সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে কলেজ প্রতি ছাত্রছাত্রীদের কোনও লক্ষ্যমাত্রা না রেখেই নতুন করে আরেকটি নির্দেশিকা জারি করা হবে। ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশিকার ভুল বোঝার জন্য ডেপুটি ডিরেক্টর নিজে ক্ষমা প্রার্থী বলে জানান।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ, কলেজের অধ্যক্ষ এবং ম্যানেজমেন্টকে চাপ দিয়ে ছাত্রদের জোর করে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কটাক্ষ করে কংগ্রেস বলেছে, মোদীর অনুষ্ঠানে কম উপস্থিতির ভয়ে বিজেপি নেতারা সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তবে কর্নাটকে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথমবার নয়। মাস দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অনুষ্ঠান ভরাতে এমনই এক নির্দেশিকার জেরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

'দেউলিয়া সরকার' বনাম 'ডিম পাড়া' ৫৪ দলের রাজনীতি

ঢাকা ঃ ঢাকায় বিএনপির গণঅবস্থান কর্মসূচি থেকে আগামী ১৬ জানুয়ারি সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দলের মহাসচিব বলেছেন, আওয়ামী লীগ দেউলিয়া হয়ে গেছে। সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সমাবেশ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, বিএনপির নেতৃত্বে ৫৪ দল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৫৪টি ঘোড়ার ডিম পাড়বে। দুই দলের এই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে বুধবার নগরবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হন। তীব্র যানজটের কারণে যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকতে হয়। বিএনপি ঢাকা ও সব বিভাগীয় শহরে এই কর্মসূচি পালন শুরু করে সকাল ১০টা থেকে। দলটির নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে কর্মসূচি শেষ হয় দুপুর আড়াইটার দিকে। তারা পুলিশের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই কর্মসূচি শেষ করেন। এর বাইরে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় তাদের যুগপৎ আঃেদালনের শরীকরা একই সময়ে এই কর্মসূচি পালন করে। বিএনপির গণঅবস্থান কর্মসূচির দিনে আওয়ামী লীগ ঢাকায় নৈরাজ্য প্রতিরোধে শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। পরে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা হিসবে তারা সমাবেশ করে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। সকাল ১০টায় মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এর বাইরেও তারা ঢাকায় আরো সমাবেশ এবং পাড়ায় মহল্লায় নেতা কর্মীরা সতর্ক অবস্থানে ছিল। গণঅবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এ সরকার পুলিশ, আমলাদের ওপর ভর করেছে। তিনি বলেন,এই সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে। সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে। তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটি করতে দেওয়া হবে না। চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে ১৫ জন নেতা কর্মী নিহত হওয়ার তথ্য দিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, লুটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক ঢাকা ওয়াসার এমডির যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বাড়ি, যার একটির দামই ৫০০

কোটি টাকার বেশি। হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন। তারা শত হাজার কোটি পাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির আন্দোলন ভুয়া। আজকে খবর জানেন, পল্টনে মোটামুটি একটা সমাবেশ হয়েছে। ১২ দলীয় জোট দেখলাম বিজয় নগরে সমাবেশ করছে, সব মিলিয়ে ২৪ জন। ৭ দলীয় জোট প্রেসক্লাবের সামনে চেয়ার পেতে বসে আছে, মঞ্চে ২০ জন সামনে সাংবাদিকসহ আরো ১৫ জন। তিনি আরো বলেন, তারা বসে আছে ফুটপাতের উপর, মঞ্চ ও শ্রোতা সেখানেই, সবই ফুটপাতকেন্দ্রিক। ৫৪ দল আজকে একজন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আঃেদালন করছে। কী হবে? ঘোড়ার ডিম পাড়বে। ৫৪ টা ঘোড়ার ডিম পাড়বে, ৫৪টি ঘোড়ার ডিম পাড়বে ৫৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দল। ভুয়া...ভুয়া... ভুয়া... এটা গরুর হাট।'' বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি শুরু হয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম থেকে বিভগীয় সমাবেশ শুরু হয়। আর সেই সমাবশের আগের দিনই পরিবহণ ধর্মঘট ডাকা হয়। এরপর ঢাকা ছাড়া বিএনপির সব বিভাগীয় সমাবেশই বাস, লঞ্চ ধর্মঘটের মুখে পড়ে। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশের দিন কোনো পরিবহণ ধর্মঘট ডাকা না হলেও ওইদিন ঢাকায় ছিল অঘোষিত হরতাল । ঢাকা শহরে সেদিন কোনো গণপরিবহণ চলাচল করেনি। গোলাপবাগ মাঠে বিএনপির সমাবেশ হলেও ঢাকার অন্যান্য এলকায় আওয়ামীলীগ একাধিক সমাবেশ করে। সেদিন সড়কে এবং পাড়া মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মহড়া দেয়। আর বিএনপি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চাইলেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনা ও সহিংসতার পর তারা গোলাপবাগ মাঠে সমাবেশ করতে বাধ্য হন। সমাবেশের তিনদিন আগে নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন নিহত হন। সমাবেশের একদিন আগে, অর্থাৎ ৮ নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও কেন্দ্রীয় নেতা মীর্জা আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা মঙ্গলবার জামিনে ছাড়া পান। বুধবারও পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেখা গেল। বিএনপির একাধিক সূত্র জানায়, ১০ ডিসেম্বরের পর এখন আগামী ছয় মাস এভাবেই ধারাবাহিক কর্মসূচি দিয়ে যাবে তারা। তাদের মূল টার্গেট হলো সাধারণ মানুষকে আরো বেশি করে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা। জুনের পর নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তারা তত কঠোর কর্মসূচি দেবে। যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের আরো সক্রিয় করবে। তাদের কথা, এবার কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন তারা হতে দেবে না। কারণ, তারা, মনে করে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তাই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য তারা সর্বোচ্চ আন্দোলন গড়ে তুলবে। তাদের চিন্তা, এর মধ্যে সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপও আরো বাড়বে। এদিকে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা এরইমধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং বিএনপির আঃেদালন মোকাবেলার কাজ এক সঙ্গেই করবে। সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন আছে। আর মামলাগুলোর মাধ্যমে বিএনপিকে আদালত চত্বরে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করবে। পররষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশি দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় করা হয়েছে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায়। এর ইমধ্যে ছোট ছোট জোটকে নির্বাচনের পক্ষে মাঠে নামানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে। আমরা ক্রমান্বয়ে আঃেদালন আরো তীব্র করবো। তার কথা , সরকার পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে কিছুই করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। আসলে সরকারের হাতে কোনো নিজস্ব কর্মসূচি নাই। তাই বিএনপির কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে। তারা পায়ে পাড়া দিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে। তারা হামলা, দমন, নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না। তিনি বলেন, যুগপৎ আন্দোলনে অনেকেই যোগ দিয়েছেন। ধাপে ধাপে আরো দেবে। যুগপৎ আন্দোলনের এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা নতুন কৌশল নির্ধারণ করবো পরিস্থিতি বুঝে। তখন সেটা ভিন্ন রূপেও হতে পারে। এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, কেউ যদি আমাদের কর্মসূচিকে বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি মনে করে, করতে পারে। কিন্তু আমরা নৈরাজ্য ও জ্বালাও পোড়াও প্রতিরোধে মাঠে আছি, থাকবো। কারণ, তারা অতীতে যা করেছে তাতে তাদের বিশ্বাস করা যায় না। তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগ এরইমধ্যে নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। সারাদেশের নেতা কর্মীদের নির্বাচনের কাজ শুরুর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন আমরা সারা দেশে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ ও বিএনপির নৈরাজ্যের ঘটনা তুলে ধরবো। নির্বাচনের প্রস্তুতি আর নৈরাজ্য প্রতিরোধে আমরা মাঠে আছি। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয় না। একটি দলের ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলনে সাধারণ মানুষ সাড়া দেয় না। তাই বিএনপির আন্দোলনে সাধারণ মানুষ নেই। তাদের এই আন্দোলন সফল হবে না।

পার্বত্য তিন উপজেলায় ভ্রমণ নিষিদ্ধ, 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযান

ঢাকাঃ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপস্থিতি ও যৌথ বাহিনীর অভিযানের কারণে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ফের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বান্দরবানের রুমা ও বোয়াংছড়িতে আগে থেকেই নিষেধাজ্ঞা আছে। জেলার মোট সাতটি উপজেলা মধ্যে তিনটি এখন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায়। বন্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভীন তিবরীজি ডয়চে ভেলেকে বলেন, থানচিতে যৌথ বাহিনীর অভিযান আবার শুরু হবে। আর রুমা এবং বোয়াংছড়িতে অভিযান অব্যাহত আছে। থানচি উপজেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকছে ১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে রুমা ও বোয়াংছড়িতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিষেধাজ্ঞা চলছে। এর আগে ১১ ডিসেম্বর থেকে থানচি, রুমা ও বোয়াংছড়িতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলেও ১২ ডিসেম্বর থেকে শুধু থানচির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। তখন জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে শুধুমাত্র দেশি বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। অন্য কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এবার থানচিতে ফের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় সুনির্দিষ্টভাবে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়ামিন পারভীন তিবরীজি তার আদেশে বলেছেন, বান্দরবান সেনানিবাসের ৯ জানুয়ারি পত্রের আলোকে থানচি উপজেলার তৎসংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করায় বান্দরবান রিজিওন কর্তৃক আধিপত্য বিস্তারমূলক টহল কার্যক্রম পরিচালনা এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকায় পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে থানচি উপজেলায় স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হলো। ডিসেম্বরের নিষেধাজ্ঞার সময় ওই তিন উপজেলায় মূলত জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এর আগে অক্টোবর মাসেও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ), সংক্ষেপে কুকি বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করার তৎপরতায় লিপ্ত বলে গোয়েন্দা সূত্র বলছে। এর প্রধান নাথান বম নামে একজন। ওই বিদ্রোহী গ্রৌপের সহায়তার পাহাড়ে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে এর আগে র‍্যাব ও পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শারক্বীয়ার আমির হলেন আনিসুর রহমান ওরফে মাহমুদ।

সম্পাদকীয়

গঙ্গা বিলাস ঃ বাংলাদেশভারত নদীপথে দীর্ঘযাত্রার প্রমোদতরী

'গঙ্গা বিলাস' যাত্রা শুরু করার অপেক্ষায়। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘযাত্রার এই প্রমোদতরী ভারতের বারানসি থেকে বাংলাদেশ হয়ে আসাম পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার নদী পথে পাড়ি দেবে শুক্রবার থেকে। যাত্রাপথে দুই দেশের অন্তত ৫০টি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ থাকবে এই প্রমোদতরীতে। শুক্রবার যাত্রার সূচনা করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরপর মোট ৫১ দিন পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন নদনদী ঘুরে আসামের ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। প্রটোকল রুট ধরে এই নৌযান চলাচলে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারত। সেদেশের সরকারের

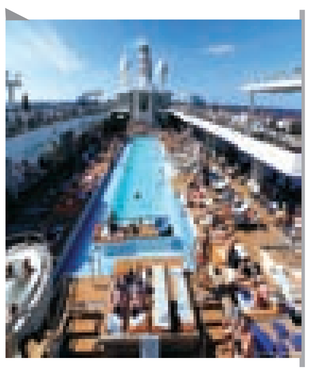

উদ্যোগে এটি চালু হলেও পরিচালনার দায়িত্বে আছে 'অন্তরা লাক্সারি রিভার ক্রুজেস'। এতে জন প্রতি এক দিনের টিকেটের দাম পড়বে ২৪ হাজার ৬৯২ রুপি যাত্রাপথের মোট ৫১ দিনের ভাড়া ১২ লাখ ৫৯ হাজার রুপি। তবে আলাদা আলাদা প্যাকেজেও পর্যটকরা এই তরীতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন। গঙ্গা বিলাসের উদ্বোধন সামনে রেখে বুধবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটে বলেছেন, ''এটা আমাদের সাংস্কৃতিক শেকড়কে সংযুক্ত করার এবং ভারতের বৈচিত্র্যকে আবিষ্কারের বিরল সুযোগ। আর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ২৭টি নদনদীতে চলবে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরী' গঙ্গা বিলাস। ভারতবাংলাদেশ প্রটোকল নৌপথে এটি ৫০ দিনেরও বেশি সময়ে বারানসি থেকে ডিব্রুগড় পাড়ি দেবে। দীর্ঘ যাত্রাপথে সুন্দরবন, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান ছুঁয়ে যাবে প্রমোদতরী গঙ্গা বিলাস। বারানসি থেকে যাত্রা শুরু করে বক্সার, রামনগর, গাজীপুর পেরিয়ে অষ্টম দিনে পাটনা পৌঁছবে 'গঙ্গা বিলাস'। সেখান থেকে ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছতে সময় লাগবে আরও দুদিন। কলকাতা থেকে এরপর ওপার বাংলার উদ্দেশে পাড়ি দেবে 'গঙ্গা বিলাস'। বাংলাদেশের নদীতে এই প্রমোদতরী ঘুরে বেড়াবে আরও ১৫ দিন। এরপর বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করে যাত্রা শেষ হবে ডিব্রুগড়ে। বিলাসবহুল এই প্রমোদতরীতে মোট ৮০ জন যাত্রীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে গানবাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন। সেই সঙ্গে থাকছে শরীরচর্চা আর রূপচর্চার কেন্দ্র। বুধবার ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের এক ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, এটি ভারতবাংলাদেশ সহযোগিতার আরেকটি ইতিবাচক অধ্যায়। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ক্রমশ পূর্ব দিকে উন্নততর হচ্ছে।

শান্তি আসবে না জেনেও দেয়া হয়েছিল যে নোবেল শান্তি পুরস্কার

ভিয়েতনামে যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন বাহিনীকে ফিরিয়ে আনায় ভূমিকা রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ভিয়েতনামে যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন বাহিনীকে ফিরিয়ে আনায় ভূমিকা রেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ভিয়েতনামের জেনারেল, কূটনীতিক,

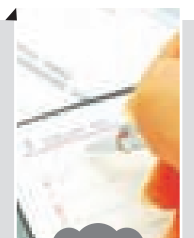

অমলকৃষ্ণ
প্রাবন্ধিক

রাজনীতিবিদ লে ডাক থোকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৭৩ সালে প্যারিস শান্তি চুক্তি করেছিলেন তিনি। এই চুক্তির জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন তারা। থো পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানালেও কিসিঞ্জার তা ঘরে নিয়েছিলেন। বিতর্ক ওঠায় পরে আবার পুরস্কার ফিরিয়েও দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই পুরস্কার নিয়ে নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবার।

নোবেল পুরস্কার মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য ৫০ বছর গোপন রাখার নিয়ম রয়েছে। এই সময় পার হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি এক আবেদনে সাড়া দিয়েছে নোবেল কমিটি। হেনরি কিসিঞ্জারকে মনোনয়ন দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে তারা।

জানা গেছে, কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টা 'শান্তি আনতে পারবে না' এরকম আশঙ্কা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকার পরও পুরস্কারের জন্য তাকে বাছাই করা করা হয়। শুধু তাই নয়, লে ডাক থো সম্পর্কে বিশদ কিছু জানতেন না তার নাম প্রস্তাবকারীরা। প্যারিস চুক্তির জন্য শুধু কিসিঞ্জারকে পুরস্কার দেওয়াটা যথার্থ মনে হয় না এই চিন্তা করেই তারা থোর নামও জুড়ে দেন। প্যারিস চুক্তিতে হ্যানয়ের (তৎকালীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী) প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন থো।

১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন সমর্থিত কমিউনিস্টপন্থি উত্তর ভিয়েতনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে দুই দশক ধরে চলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত। শুরু থেকেই স্নায়ুযুদ্ধের অংশীদার হলেও যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ষাটের দশকে। মার্কিন সেনাদের ব্যাপক প্রাণহানি ও অর্থনীতির ওপর চাপের কারণে সত্তরের দশকের শুরুতেই মার্কিন জনগণের মধ্যে এই যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। মনোবল ভেঙে যেতে থাকে মার্কিন সেনাদের। সবমিলিয়ে ভিয়েতনাম থেকে পিছিয়ে আসাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একমাত্র উপায়। হেনরি কিসিঞ্জার সেই কাজটাই করিয়েছিলেন। তবে তার এই প্রচেষ্টার কারণে ভিয়েতনামে শান্তি আসেনি। অশান্তির যবনিকা ঘটে ১৯৭৫ সালে, যখন উত্তর ভিয়েতনামের বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগন দখল করে নেয়।

প্রকাশ্যে আসা দলিলের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, প্যারিস শান্তি চুক্তির দুই দিন পর ১৯৭৩ সালের ২৯ জানুয়ারি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য হেনরি কিসিঞ্জার ও লে ডাক থোর নাম প্রস্তাব করা হয়। প্যারিস চুক্তির মূল বিষয় ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসা। এই চুক্তির কারণে শান্তি ফিরবে না দাবি করে নোবেল পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানান লে ডাক থো। তিনি এটাও বলেছিলেন, ভিয়েতনামে অস্ত্রের ঝঙ্কার কমলে এবং সত্যিকার অর্থেই প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়িত হয়ে শান্তি নেমে এলে তিনি পুরস্কার নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন। ১৯৯০ সালে ৭৮ বছর বয়সে মারা যান থো।

এদিকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর সমালোচনার মুখে পড়েন কিসিঞ্জার। তিনি নিজে পুরস্কার নিতে যাননি, পুরস্কারটি তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে পরে তিনি আবার সেটা ফেরতও পাঠাতে চেয়েছিলেন, যদিও তখন নোবেল কমিটি আর তা ফেরত নিতে চায়নি।

ভিয়েতনামের বিবদমান পক্ষগুলো প্যারিস চুক্তিকে গ্রহণ করেনি। কারণ, চুক্তির কোথাও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টির উল্লেখ ছিল না। প্রকারান্তরে দেশটির কোনো পক্ষই চুক্তিতে সম্মত হয়নি। বরং যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। উত্তরের বাহিনীগুলো দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সহায়তা হারিয়ে দক্ষিণ এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল উত্তরের যোদ্ধারা দক্ষিণের রাজধানী দখল করে নেয়। যুদ্ধে পরাজিত স্থানীয় নেতারা ও রয়ে যাওয়া মার্কিন সেনারা দ্রুত পলায়ন করে। অবশেষে লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটে।

নোবেল পুরস্কারের জন্য অনেক নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে কিসিঞ্জার ও থোর নাম নির্বাচন করেন নোবেল পিস কমিটির সদস্য ও নরওয়ের শিক্ষাবিদ জন সানেস। নোবেল কমিটিকে পাঠানো টাইপ করা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ''উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র সংঘাতের ইতি টানার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আলোচনা থেকে বের হয়ে আসা একটি চুক্তির মাধ্যমে। তবে আমি এটাও জানি, এই যুক্তির ফলাফল কী হবে তা কেবল ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডই বলতে পারবে।' নোবেল কমিটির দলিল বিশ্লেষণ করে অসলো'র পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক স্টেইন টোয়েনেসন বলেন, ''নোবেল কমিটি স্পষ্ট করেই জানতো প্যারিস চুক্তি শান্তি আনতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনার জন্যই কিসিঞ্জারকে মনোনীত করা হয়েছিল, ভিয়েতনামে শান্তি আনার জন্য নয়। আর থোকে বাছাই করা হয়েছিল, কারণ, নোবেল কমিটি কিসিঞ্জারকে এককভাবে পুরস্কার দেওয়াটা সমীচীন মনে করেনি। নোবেল কমিটি কিভাবে এরকম বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা দেখে আমি বিস্মিত।''

ঘুমে সমস্যা মানে করোনার রেশ

কার্লা ব্লাইকার

অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা বা ঘুমের সমস্যা যেভাবেই বলা হোক না কেন,এ সমস্যার সঙ্গে লং কোভিডের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা।

কোভিডের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কারণে রাতে ঘুম না আসা, ঘুম ভেঙে যাওয়া, হালকা ঘুম হওয়ার মতো নানা রকম সমস্যা হয় বলে জানাচ্ছেন তারা।

এছাড়া শ্বাসকষ্ট ও ভুলে যাওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গেও লং কোভিডের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

হাঁচি, কাশি, জ্বরের কাঁপুনি এরকম অনেক কারণেই করোনায় আক্রান্ত রোগীদের ঘুমে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু করোনার বড় লক্ষণগুলো চলে যাওয়ার পরও অনিদ্রার সমস্যাটি অনেকের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে বলে একাধিক গবেষণায় দাবি করা হচ্ছে।

বিশ্বের নানা প্রান্তের বেশ কয়েকটি গবেষণা দল শরীরে লং কোভিডের প্রভাবগুলো জানার চেষ্টা করেছেন। তারা দেখেছেন, লং কোভিডের খুব সাধারণএকটি লক্ষণ হচ্ছে অনিদ্রা। রাতে ঘুম না আসা, বার বার ঘুম ভেঙে যাওয়া বা খুব ভোরে ঘুম চলে যাওয়ার মতো সমস্যা হচ্ছে লং কোভিডে আক্রান্তদের।

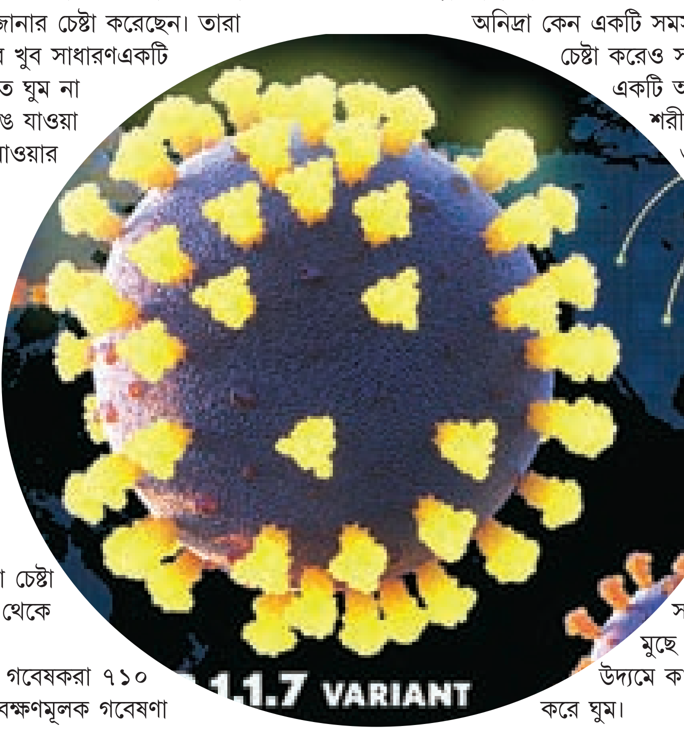

৪৯টি দেশের চার লাখ ৯৩ হাজারের বেশি মানুষের ওপর পরিচালিত প্রায় আড়াইশ' গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, কোভিড আক্রান্ত থাকার সময় প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ নিদ্রাহীনতায় ভুগেছেন। উপশমের নানা চেষ্টা করেও তারা এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাননি।

২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা ৭১০ জনের ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা চালান। অংশগ্রহণকারীদের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, হার্ট রেট, অক্সিজেনের মাত্রাসহ নানা অবস্থা জানতে তাদের শরীরে যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে দেখা যায়, কোভিড হয়নি এমন ৫৮৮ জনের তুলনায় কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন ১২২ জনের ঘুমের সমস্যা অনেক বেশি। শুধু নিদ্রাহীনতাই নয়, ঘুম এলেও সেটা খুব পাতলা হয়।

ইক্লিনিক্যাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ৫৬টি দেশের তিন হাজার ৭৬২ জনের ওপর অনলাইনে এক গবেষণা পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা ২০২০ সালের জুন থেকে নভেম্বরের মধ্যে লং কোভিডের লক্ষণে ভোগার কথা জানিয়েছেন। তাদের প্রায় ৮০ শতাংশেরই অনিদ্রার সমস্যা ছিল। গবেষকরা বলছেন, নিদ্রাহীনতার শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত কারণ রয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন জনের ঘুমের সমস্যাও বিভিন্ন রকমের।

অনিদ্রা কেন একটি সমস্যা?

চেষ্টা করেও সারারাত ঘুমাতে না পারা কেবল একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাই নয়, এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরও গভীর প্রভাব রাখে। ঘুমের সময় বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে টিসেল বা শ্বেত রক্তকণিকার চলাচল বাড়ে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। শ্বেত রক্তকণিকার চলাচল থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভাইরাস ইনফেকশন দমনে কাজ করে।

ঘুমের সময় মস্তিষ্ক নতুন করে তার কাজগুলো গুছিয়ে নেয়। নতুন তথ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ করে এবং অতিরিক্ত তথ্য মুছে ফেলে। পরবর্তী দিনে নতুন উদ্যমে কাজ করার জন্য মস্তিষ্ককে তৈরি করে ঘুম।

সাময়িকী

পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান দিয়ে তৈরি বার্লিনের ভবন

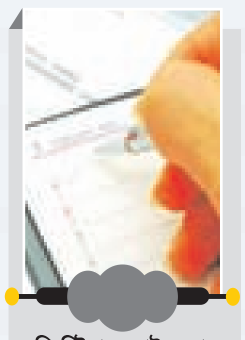

ক্রিস্টিয়ান ভাইবেসান
কলামিস্ট

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণের মতো একাধিক সংকটের প্রভাব শিল্পজগতকেও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। বার্লিনে একটি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে টেকসই পদ্ধতি ও উপাদানের অপচয়ের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

বার্লিনের অন্যতম সেরা 'কো ওয়ার্কিং স্পেস' হিসেবে পরিচিত ভবনটির বাইরের ও ভেতরের অংশ পুরানো উপাদান দিয়ে তৈরি। কাঠ দিয়ে তৈরি এই কাঠামোটি কোনো এক সময়ে বিখ্যাত শিল্পী ইয়োকো ওনোর কফিনের ইনস্টলেশন ছিলো। আজ সেখানে নিশ্চিন্তে বসে টেলিফোন ও কাজ করা যায়। বার্লিনের ব্যার্গহাইন ক্লাবের এক প্রদর্শনীর উপাদান দিয়ে ভবনের লকারগুলি তৈরি করা হয়েছে। একটি অফিস ভবনের ফেলে দেওয়া সোফা সংগ্রহ করে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে 'সোফা ল্যান্ডস্কেপ' সৃষ্টি করা হয়েছে। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর সাশা স্ট্রেমিং জানালেন, ''আমরা ছুতোর মিস্ত্রীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে কোথাও কিছু ভাঙা হলে সেখানে গিয়ে পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত জিনিসপত্র খুঁজি।' উপরতলায় এখনো নির্মাণের কাজ চলছে। বার্লিনের প্রাক্তন ব্রিউয়ারির জমিতে তথাকথিত এই 'সার্কুলার হাউস' তৈরি হচ্ছে। মূলত নির্মাণকাজের বর্জ্যই নতুন ভবনের উপাদান। লক্ষ্যমাত্রা ব্যাখ্যা করে সাশা স্ট্রেমিং জানালেন, ''চক্রাকার নির্মাণের স্বপ্ন হাতেনাতে করে দেখানোই সার্কুলার হাউসের মূলমন্ত্র। কেউ এর আগে এমন চেষ্টা চালায়নি। ঘটনা হলো বিশ্বব্যাপী নির্মাণ ক্ষেত্র কার্বন নির্গমনের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং আবর্জনার প্রায় ৬০ শতাংশের জন্য দায়ী। ভবিষ্যতে নির্মাণকাজ যে অন্যভাবেও করা সম্ভব, আমরা এখানে ঠিক সেটাই দেখিয়ে দিতে চাই।''

২০১৯ সাল থেকে নির্মাণের কাজ চলছে। সামাজিক আবাসন ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে ভবনটির চূড়ান্ত রূপ পাবার কথা। সেই লক্ষ্যে ব্রিউয়ারির পিপার গুদামে আরও তিনটি তলা যোগ করা হচ্ছে। একাধিক দপ্তর ও আটটি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। যে সব মানুষের বার্লিনের রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাড়া নেবার সামর্থ্য নেই, তাদেরকে এই ইউনিটগুলি ভাড়া দেওয়া হবে। সাশা স্ট্রেমিং বলেন, ''প্রান্তিক মানুষেরা এখানে থাকার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ উৎস, ত্বকের রং অথবা হয়তো বেতনের কারণে যে সব মানুষের বাসা ভাড়া নেওয়ার উপায় বা সামার্থ্য নেই তাদের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এমন ডাইভার্সিটি বা বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া ও সেই বৈচিত্র্যের জন্য স্পেস সৃষ্টি করাই সবার জন্য বাড়তি পাওনা।''

ভবিষ্যতে ভবনটি আর কাজে না লাগলে যত বেশি সম্ভব উপাদানকে নতুন ভবন নির্মাণের কাজে ব্যবহার করাও এই উদ্যোগের লক্ষ্য। সে কারণে বেশিরভাগ অংশ বসাতে আঠার বদলে স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক উপাদান কাজে লাগানো হয়েছে, যেগুলি ব্যবহারের পর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সাশা স্ট্রেমিং বলেন, ''আমাদের এখানে সত্যি কাঠের তৈরি সাদামাটা দেওয়াল রয়েছে। খড় ঢুকিয়ে প্রাকৃতিক ইনসুলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা কাঠামোর উপর কাদামাটি দিয়ে প্লাস্টার করা হয়।'' রিসাইকেল করা উপাদান দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করতে হলে উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

'কনকুলার' নামের স্টার্টআপ কোম্পানি বাড়ি ভাঙার ধ্বংসস্তূপ থেকে উপকরণ সন্ধান, নথিকরণ ও বিক্রির ক্ষেত্রে হাত পাকিয়েছে। বাতি থেকে শুরু করে অব্যবহৃত রান্নাঘরের সব অংশ, কাচের দেওয়াল এবং অক্ষত লিফট - সবকিছুই সরবরাহ করতে পারে এই কোম্পানি। প্রোজেক্ট ডেভেলপার আনাবেল ফন রয়টার্ন বলেন, ''প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমরা হয়তো অনেকটা টিন্ডারের মতো। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে 'ম্যাচমেকিং' করার মাধ্যমে মানুষ ও উপাদানকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসা হয়। অনন্তকালের জন্য নির্মাণ করে অর্থনৈতিক কারণে কখনো দশ বছর পরেই বাড়ি ভেঙে ফেলার আইডিয়া আমার ও আমাদের মতে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।''

জানা অজানা

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান লীলা সহচর স্বামী বিবেকানন্দ

সুনীল কুমার দে

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর প্রিয় শিষ্যকে স্বামী বিবেকানন্দ কে প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুই কি চাস?

স্বামীজী বললেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তিরস্কার করে বললেন ঃ ছি, ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তারে ছায়ায় হাজার হাজার লাকে আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তাে অতি তুচ্ছ হীন কথা!

স্বামীজী এই ভত্র্সনা জীবনে ভালেননি। একথার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তিলে তিলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জগতের কল্যাণে। দেশবিদেশে আচার্যের ভূমিকা পালন করে আক্ষরিক ভাবে সত্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীকে। বলেছিলেনঃ যতদিন জগতে একজনও বদ্ধ থাকবে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকবে, আমি নিজের মুক্তি চাই না। আমি বারবার জন্মগ্রহণ করে তাঁদের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। এই ভাবকেই তিনি শিষ্য পরম্পরায় সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মের যে আলাকেবর্তিকা এবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাজ্জ্বেল করেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। স্বামীজী তো নিজেই বলেছেন, তাঁর কাজ আগামী দেড় হাজার বছর ধরে চলতেই থাকবে।

পাঠকের চিঠি

চুল নিয়ে চুলোচুলি !

ওদের মধ্যে কেউ চুল কেটেছে প্রিয় নায়কের স্টাইলে কেউবা প্রিয় ক্রিকেটার বা ফুটবলারদের স্টাইলে ।এমনটি শুনলে হয়তো অনেকের চক্ষু চড়কগাছ। ওরা কিন্তু সকলেই স্কুলে পড়ে। ওদের নামের পাশে বড়ো তকমা ওরা স্টুডেন্ট! সংস্কৃতে একটি কথা আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই যখন ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা তখন পড়ার প্রতি শৃঙ্গলাবদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু অধ্যয়নই নয় তার সঙ্গে নিয়মানুবর্তীতার পাঠও নিতে হয় ছাত্রদের। আসলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম । কিন্তু বিভিন্ন সময়ে স্কুলের ছাত্রদের মাথায় চুলের বাহারি স্টাইল স্কুলের সুস্থ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। বেশ ছাত্রদের এমন চুল যাতে না কাটেন যা একজন ছাত্রের রুচিশীলতাকে নষ্ট করে অন্যদিকে দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে ।স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি আদর্শস্থানীয় জায়গা যেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্মে সাবলীল ভাবে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কিছু ছাত্রদের মাথায় দেখা যায় বাহারী স্টাইলে চুলছাঁটা। সেগুলো দৃষ্টিকটু এবং অন্য ছাত্রদের মনে এর কুপ্রভাব পড়ে। আসলে বর্তমানে অনেক ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতার পাশাপাশি রুচিশীলতার অভাব রয়েছে। তাই জীবনশৈলীর বিভিন্নপাঠ তাদের মধ্যে দিতে হবে।অধ্যয়নের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শেখাতে হবে। তাতে করে হয়তো মূল সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে?

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কংগ্রেসের মিত্রতা ভঙ্গ

মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে বিজেপির মুখপাত্র আখ্যা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা জয়রাম রমেশের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে সম্পর্কের যবনিকা পড়লো । এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা অনুষ্ঠানিকভাবে ভঙ্গ করে দিয়েছে কংগ্রেস । মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে বিজেপির এজেঃট বলে আখ্যা দিয়ে দলটির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক সমাপ্ত করে দিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করেছেন অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ জয়রাম রমেশ । মিত্রতা নিয়ে বহুদিন যাবত অব্যাহত থাকা রাজনৈতিক চাপা উত্তেজনার অবশেষে অবসান ঘটেছে ।

বুধবার এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, গত কয়েকদিন ধরে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে ভুয়া প্রচার চালাচ্ছেন । শুধুমাত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয় বরং অসমের কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধেও আবোল তাবোল মন্তব্য করে যাচ্ছেন তিনি। এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন জয়রাম রমেশ ।

তিনি বলেন, এটা সত্য যে অসমের গত বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস । এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন মিত্রতা হওয়ার এই সিদ্ধান্ত সহজ ভাবে নিতে পারেনি কংগ্রেস। তবে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল এক বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন বলে আশা করা হয়েছিল । বিশেষ করে এই অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে একত্রিত করে রাজ্য তথা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসার স্বার্থে কংগ্রেস এই মিত্রতায় মতামত দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন ।

অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরেই এটা প্রকাশ পেয়েছে যে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক গোপন বোঝাপড়ায় লিপ্ত ছিলেন । এআইইউডিএফ প্রধান আজমল শুধুমাত্র কংগ্রেস নেতাদের সম্মানহানি এবং অপবাদ দেওয়ার জন্য এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়েন । মূলত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো আন্দোলনের ব্যাপক সফলতার পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল এই অভিসন্ধি রচনা করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন জয়রাম রমেশ ।

মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বিজেপির মুখপাত্র বলে ঘোষণা করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ । তিনি বলেন এআইএমআইএম এর মতই বদরুদ্দিন আজমল বিজেপির এজেন্ট হয়ে নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন । ফলে এআইইউডিএফ দলটিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ মিত্রগোষ্ঠী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন তিনি । প্রসঙ্গত অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের এই বিবৃতির পরেই তৎপর হয়ে উঠেছে রাজিব ভবন । সংসদ আব্দুল খালেক, কংগ্রেসের বিধানসভার উপদলপতি রকিবুল হোসেন দলের কার্যকরী সভাপতি জাকির হোসেন সিকদার একমুখে দলীয় নেতৃত্ব এর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন । অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতারা বলেন এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন । ফলে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মিত্রতা ভঙ্গের এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে লাবান্বিত করবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কমিটির নেতৃবর্গ ।

হায়াত হসপাতালের ভোগালী বিহুর অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রম রূপে গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা, উৎসবের সময় ঘর একা ফেলে রেখে না যাওয়ার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ব্যতিক্রম রূপে দেখা গেল গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরাকে । ভোগালী বিহু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিহু নৃত্যে হাতে তাল বাজিয়ে এই উৎসব উপভোগ করতে দেখা গেল পুলিশ কমিশনারকে । মহানগরে অব্যাহত থাকা নানা চুরি কান্ডের জেরে উৎসবের মরশুমে ফাঁকা ঘর ছেড়ে না যাওয়ার জন্য গুয়াহাটি বাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।

প্রতি বছরের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে হায়াত হসপিটাল বৃহস্পতিবার প্রাক ভোগালী বিহু উদযাপন শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা । অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে তিনি হাসিমুখে বলেন সাধারণত পুলিশ এই ধরনের ভাষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকে । পুলিশ কমিশনার বলেন প্রত্যেকের জীবন নানা সমস্যা রয়েছে । তবে এই সমস্যার মোকাবিলা করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে । সবারই জীবনের নানা ধরনের কঠিন অভিজ্ঞতা রয়েছে । প্রত্যেকেই জীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন । কিন্তু এরপরেও হাসিমুখে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি । অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা বলেন, মহানগরে নানা চুরি কার্যের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে । এই বিহুর উৎসবের সময় বহু ব্যক্তি মহানগরের বাড়ি তালা বন্ধ করে অন্য স্থানে গিয়ে ভোগালী বিহু উদযাপন করেন । কিন্তু ঘর ফাঁকা রেখে কোথাও না যাওয়ার জন্য মহানগরবাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । পুলিশ কমিশনার বলেন, ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে একজনকে বাড়িতে রেখে যাওয়া উচিত । তবে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য অসম পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে রয়েছে বলে, দৃঢ় সুর ঘোষণা করেন দিগন্ত বরা । তিনি বলেন অসম পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম । এক্ষেত্রে অসম পুলিশ সর্বদা সেবায় রয়েছে বলে জানালেন পুলিশ কমিশনার ।

অন্যদিকে হায়াত হসপিটাল আয়োজন করা প্রাক ভোগালী বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন সাংবাদিক নিতুমনি শইকীয়া, কবি তথা চলচ্চিত্র পরিচালক নাট্যকার হিমাংশু প্রসাদ দাস এবং সংগীত শিল্পী অরুপ জ্যোতি বড়ুয়া । অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই একটি বিহু গান পরিবেশন করে পরিবেশ সুমধুর করে তোলেন অরূপ জ্যোতি বড়ুয়া । এই প্রাক ভোগালী বিহু উদযাপনের মাধ্যমে হাসপাতালে কর্মী তথা রোগীদের অভিভাবকদের মনে এক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছে হায়াত হসপিটাল কর্তৃপক্ষ ।

ভিয়েনার মাঝে চমকপ্রদ স্থাপত্যে প্রকৃতির ছোঁয়া

ভিয়েনা ঃ ভিয়েনা শহরের সঙ্গে যে শিল্পী ও স্থপতির পরিচয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই হুন্ডার্টভাসার একটি কারখানাকে অভিনব স্থাপত্য হিসেবে রূপান্তরিত করেছেন। প্রকৃতি, স্থাপত্য ও শিল্পের মধ্যে অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি।

এক ভবনের দেওয়ালের পেছনে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। শিল্প ইতিহাসবিদ হিসেবে আলেক্সান্ড্রা মাৎসনার সেই রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি বলেন, ''শিল্পী হিসেবে ফ্রিডেন্সরাইশ হুন্ডার্টভাসার এখানে যে ইউটোপিয়া বা কল্পলোককে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন, আমি তাতে মুগ্ধ। তিনি নির্মাণ, বাসস্থান ও উৎসব পালন করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তবে প্রকৃতি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, শহরে থেকেও মানুষ কীভাবে গাছপালার সঙ্গে বসবাস ও কাজ করতে পারে, জীবন উপভোগ করতে পারে। আমি আপনাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখাবো, যা আগে নিশ্চয় কখনো দেখেননি।'' অস্ট্রিয়ার এই ইতিহাসবিদ হুন্ডার্টভাসার ভবনের ছাদে নিয়ে গেলেন, যেটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। মিউজিয়ামের সাধারণ দর্শকরা এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সুযোগ পান না। সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে শিল্পী ও স্থপতির ব্যক্তিগত ফ্ল্যাটে পৌঁছানো যায়। একমাত্র মিউজিয়ামের প্রদর্শনকারী হিসেবে সেখানে যাবার সুযোগ রয়েছে। যেমন মার্কিন আলোকচিত্রী অ্যানি লিবেউইটস এবং ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী পল ম্যাককার্টনি সেই ফ্ল্যাটে পা রেখেছেন। মাৎসনার বলেন, ''ভিয়েনায় থাকলে হুন্ডার্টভাসার এখানেই থাকতেন ও কাজ করতেন। এখানেই তিনি স্থাপত্যের স্বপ্নগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন। জঙ্গল তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজের বাসার দোড়গড়ায়ই তিনি সেটি গড়ে তুলেছিলেন।''

এটাই সম্ভবত ভিয়েনা শহরের সবচেয়ে ছোট জঙ্গল। ২২০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ২০টি গাছের সমারোহ। নিজে দুধ খেতে ভালোবাসতেন বলে তিনি সেখানে গরু চরানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেটা আর সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ সেই অনুমতি দেয়নি। শিল্প ইতিহাসবিদ হিসেবে আলেক্সান্ড্রা মাৎসনার মনে করিয়ে দিলেন, ''হুন্ডার্টভাসার প্রকৃতি খুব ভালবাসতেন। সম্ভব হলে তিনি গ্রামাঞ্চলেই জীবন কাটাতেন। জঙ্গল, পানি ও সূর্যের আলোর মাঝে অতি সাধারণ বাড়িই তাঁর পছন্দ হতো। কিন্তু শহরে থাকতে বাধ্য হলেও তিনি প্রকৃতিকেই বাসার মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন।'' ভিয়েনার কুনস্ট হাউস আসলে এক আপসাইক্লিং প্রকল্প। বন্ধ হয়ে যাওয়া আসবাবের কারখানাকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাৎসনার বলেন, ''এবার আপনাদের দেখাতে চাই, হুন্ডার্টভাসার কীভাবে তার মিউজিয়ামের কনসেপ্ট সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ১৮৯২ সালে তৈরি টোনেট কোম্পানির কারখানা বেছে নিয়ে নিজের স্থাপত্যের স্বপ্ন অনুযায়ী সেটির পুনর্গঠন করেছিলেন।''

সেই ভবনে প্রায় দেড় হাজার বর্গ মিটার প্রদর্শনীর জায়গা সৃষ্টি হলো। ১৯৯১ সালে 'কুনস্ট হাউস ভিন' উদ্বোধন করা হয়। একটি তলায় স্থপতি ও শিল্পীর ১৭৩টি সৃষ্টিকর্ম শোভা পাচ্ছে। আলেক্সান্ড্রা মাৎসনার বলেন, ''ভিয়েনার আর্ট হাউসের স্থায়ী প্রদর্শনী হুন্ডার্টভাসারের জীবন ও কাজ সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা দেয়। সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলি রয়েছে। সেটাই সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী। তিনি নিজেই সব পরিকল্পনা করেছিলেন। সবকিছু খাঁটি। মেঝেটি ঊনবিংশ শতাব্দীর, দেওয়ালেও আঁকা হয়েছে।''

ফ্রিডেন্সরাইশ হুন্ডার্টভাসার সেই প্রক্রিয়ায় সমসাময়িক শিল্পের একটা স্পেস সৃষ্টি করেছেন। সেখানে নিয়মিত নতুন প্রদর্শনী দেখা যায়। গোটা ভবন জুড়ে একাধিক গাছ ছড়িয়ে রয়েছে। এই ভাবনার মূলমন্ত্র হলো ¯ মানুষ হিসেবে আমরা যদি ভবন নির্মাণ করে প্রকৃতির জায়গা চুরি করি, অন্য কোথাও তাদের সেটা ফেরত দিতে হবে। এমন ভাবনা হুন্ডার্টভাসারের পক্ষেই ভাবা সম্ভব।

ইউক্রেন যুদ্ধ ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট ঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী

টোকিও ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার হামলার কারণে বিশ্ব রীতিমতো কেঁপে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা।

কানাডার গণমাধ্যম দ্য গ্লোবকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করেছেন কিশিদা। খবর আনাদোলু এজেন্সির।

এবারের জি৭ সম্মেলন সম্পর্কে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ইউক্রেনকে সাহায্য করা।

জি৭ দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, আমরা একসঙ্গে মিলে শান্তি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারি। স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জোর প্রচেষ্টা চালাতে পারি।

আগামী মে মাসে জাপানে জি৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন আলোচনার জন্য সফরে বের হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কিশিদা। তিনি কানাডা, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা করে রাশিয়া। ১১ মাস ধরে চলছে যুদ্ধ। শুরু থেকেই ইউক্রেনকে সাহায্য করে আসছে জি৭, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলো।

মেয়ের হাতে প্রতিষ্ঠান তুলে দিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী

বার্লিন ঃ মেয়ের হাতে নিজের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এলভিএমএইচের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্র্যান্ড তুলে দিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বার্নার্ড আর্নল্ট।

এলভিএমএইচের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্র্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান ডয়েরের দায়িত্বভার নিজের মেয়ে ডেলফাইনের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। এখন থেকে এই ব্র্যান্ডের যাবতীয় বাণিজ্যিক কাজকর্ম ডেলফাইনই সামলাবেন। বুধবার বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এই রদবদলের ঘোষণা দেন। তিনি জানান, ডেলফাইন এখন থেকে ডয়েরের সিইওর দায়িত্ব সামলাবেন। খবর এনডিটিভির। ডেলফাইন বার্নার্ড আর্নল্টের বড় মেয়ে। তিনি বর্তমানে লুই ভিটনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি সেখানকার সব বাণিজ্যিক কাজ সামলানোর দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি নতুন পদের দায়িত্বভার সামলাবেন আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে।

ডেলফাইন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে পড়াশোনা করে ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম ম্যাকিনসেতে যোগদান করেছিলেন। ২০০০ সালে ডেলফাইন পারিবারিক ব্যবসায় যোগদান করেন। আর ২০০৩ সালে ডেলফাইন এলভিএইচএম বোর্ডের সদস্য হন। ডেলফাইনই ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি বোর্ডের সদস্য হন। শুধু তাই নয়, তিনিই সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন যোগদানের সময়ে। বর্তমানে তিনি ৪৭ বছর বয়সী।

বর্তমানে বার্নার্ডের বয়স ৭৩ বছর হলেও কোম্পানিটিতে বিশেষ ক্ষমতাবলে ৮০ বছর পর্যন্ত প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে থাকতে পারবেন এই ধনকুবের। ব্যক্তি জীবনে বার্নার্ড আর্নল্ট দুবার বিয়ে করেছেন এবং ৫ সন্তানের পিতা। আর্নল্টের পরিবারের প্রত্যেকেই তার প্রতিষ্ঠান এলভিএমএইচের সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্প্রতি তার দ্বিতীয় সন্তান এন্টোনি ক্রিশ্চিয়ানকে ডয়েরের বড় দায়িত্ব দেন আর্নল্ট। প্রায় প্রতিদিনই অবসর সময়ে টেনিস খেলে সময় কাটান এই ধনকুবের।

টেন্ডুলকারকে ছুঁতে কত দেরি কোহলির

মুম্বাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ কোহলির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৭৩তম সেঞ্চুরির পর আবার উঠেছে পুরোনো সেই প্রশ্নটেন্ডুলকারের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন কোহলি?

এ রেকর্ড কোনো দিন ভাঙবে না!

২০১২ সালে শচীন টেন্ডুলকার মিরপুরে যেদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের ১০০তম সেঞ্চুরিটি পেলেন, বেশির ভাগ মানুষই এমনটি ভেবেছিলেন। না ভেবে উপায় কী। এই রেকর্ডে ভারতীয় কিংবদন্তির সবচেয়ে কাছে যে ছিলেন, তিনি যে পিছিয়েছিলেন যোজন দূরত্বে।

সেই খেলোয়াড়ের নাম রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়কের তখন ৭১টি সেঞ্চুরি। বছর না ঘুরতেই যখন পন্টিং অবসর নিয়ে নিলেন, সেঞ্চুরির রেকর্ডটা অমরত্ব পেয়ে গেছে বলেই ভাবতে শুরু করেছিলেন সবাই। ২০১৩ সালের নভেম্বরে সেই ১০০ সেঞ্চুরি নিয়েই ভারতের জার্সিতে শেষ ম্যাচটা খেললেন রেকর্ড নিয়ে 'নির্ভার' টেন্ডুলকার। কিন্তু পাঁচছয় বছর যেতে না যেতেই আর 'নির্ভার' থাকতে পারলেন না টেন্ডুলকার ও তাঁর ভক্তরা। কীভাবেইবা থাকবেন, একজন যে উসাইন বোল্টের গতিতে ছুটছিলেন '১০০' লক্ষ্য করে। সেই একজনের নাম বিরাট কোহলি, টেন্ডুলকারেরই একসময়ের সতীর্থ।

সেই কোহলি, ২০০৮ সালে যাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেকের সময়েই টেন্ডুলকারের ৮১টি সেঞ্চুরি। বছর পাঁচেক পরে টেন্ডুলকারের অবসরের সময় সেই কোহলির ২১টি সেঞ্চুরি। পরের ছয় বছরেই কোহলি আরও ৪৯ বার পেলেন তিন অঙ্কের ইনিংসের দেখা। এর পরের তিন বছর যা হলো, সেটি কে ভাবতে পেরেছিলেন। টানা ৭২ ম্যাচে কোনো সেঞ্চুরি নেই কোহলির। টেন্ডুলকারের রেকর্ড বোধ হয় আর ভাঙছে না কোনো দিনএমনটাই আবার ভাবতে শুরু করেছিলেন প্রায় সবাই। কুম্ভকর্ণের মতো লম্বা একটা ঘুম দিয়েই যেন গত বছর আড়মোড়া ভাঙলেন কোহলি। এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি করেই আবার তিন অঙ্কের দেখা পেলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। চার মাস যেতে না যেতেই আরও দুবার '১০০'এর দেখা পেলেন কোহলি, যার সর্বশেষটি পরশু শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে। কোহলির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৭৩তম সেঞ্চুরির পর আবার উঠেছে পুরোনো সেই প্রশ্নটেন্ডুলকারের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন কোহলি? ওয়ানডের রেকর্ডটা অবশ্য দৃষ্টিসীমাতেই চলে এসেছে কোহলির। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি করে টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলতে যে আর পাঁচটি তিন অঙ্কের ইনিংস দরকার তাঁর। শেষ ১৭ ম্যাচে ৩ সেঞ্চুরি, এই গতিতে এগোলে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করতে কত ম্যাচ লাগবে কোহলির, এই হিসাব আবার নতুন করে করতে শুরু করেছেন অনেকেই।

১৭ ম্যাচে ৩ সেঞ্চুরি, যার মানে প্রতি ৫.৬৭ ম্যাচে একটি করে সেঞ্চুরি। '১০০' থেকে কোহলির দূরত্ব এখন '২৭'। বর্তমান ফর্ম হিসাব করলে পাটিগণিতের হিসাবে ১৫৩ ম্যাচ লাগবে কোহলির শততম সেঞ্চুরির দেখা পেতে। গড়ে প্রতিবছর ৪০টির মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন কোহলি। সেই হিসাবে প্রায় চার বছর লাগবে তাঁর। তত দিনে কোহলির বয়স ৩৮ পেরিয়ে যাবে। অত দিন খেলবেন তো দিল্লির ছেলে! বর্তমান ফর্মের কথা ভুলে গিয়ে পুরো ক্যারিয়ারের হিসাব করলে প্রতি ৬.৬৪ ম্যাচে একবার তিন অঙ্কের দেখা পেয়েছেন কোহলি। সেই ধারা মানলে কোহলিকে খেলতে হবে আরও ১৭৯ ম্যাচ। যার অর্থ ৬৬৪তম ম্যাচে ১০০ পাবেন কোহলি। গত চার মাসের ফর্ম হিসাব করলে টেন্ডুলকারকে ছুঁতে কোহলিকে আরও ১৫৩ ম্যাচ খেলতে হবে। পুরো ক্যারিয়ারের হিসাব করলে টেন্ডুলকারকে ছুঁতে কোহলিকে খেলতে হবে আরও ১৭৯ ম্যাচ। যার অর্থ ক্যারিয়ারের ৬৬৪তম ম্যাচে ১০০ ছোঁয়ার কথা কোহলির। বিরাট কোহলি যদি শেষ পর্যন্ত টেন্ডুলকারের সমান ৬৬৪ ম্যাচ খেলেও তাঁর রেকর্ড না ছুঁতে পারেন, তবে দায়টা টিটোয়েন্টির ওপর চাপানোই যাবে। এমনিতেই টিটোয়েন্টিতে সেঞ্চুরির সুযোগ কম। ব্যাটিংক্রমের একদম ওপরে না খেললে সুযোগটা কমে যায়। আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কোহলির সেঞ্চুরি যে মাত্র একটি, সেটির মূল কারণ এটিই। অন্যদিকে টেন্ডুলকার আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র একটি।

টেন্ডুলকারকোহলির হিসাব থেকে আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টির হিসাব বাদ দিলে সেঞ্চুরিপ্রতি ম্যাচের হিসাবে কোহলি এগিয়ে থাকেন বড় ব্যবধানেই। সে হিসাবে প্রতি ৬.৬৩ ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি টেন্ডুলকারের। অন্যদিকে টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে ৩৭০ ম্যাচে কোহলির সেঞ্চুরি ৭২টি। যার অর্থ টেস্টওয়ানডেতে প্রতি ৫.১৪ ম্যাচে একটি করে সেঞ্চুরি কোহলির। টেন্ডুলকার ৭২তম সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন ৪৬৯তম ম্যাচে। শুধু টেস্টওয়ানডে মিলিয়ে কোহলি ৭২তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন ৩৭০ ম্যাচে।

নারী অধিকার ইস্যুতে আফগানিস্তান সিরিজ বাতিল করলো অস্ট্রেলিয়া

সিডনি ঃ মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের সঙ্গে একদিনের তিনটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার। বৃহস্পতিবার সেটি বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

আফগানিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের লেখাপড়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার সরকারসহ সবপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ''আফগানিস্তানে নারী ও মেয়েদের শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সীমিত করার সাম্প্রতিক ঘোষণা এবং পার্ক ও জিমে তাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।''

''আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বের নারী ও পুরুষদের জন্য ক্রিকেট খেলার উন্নয়নে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আমরা আফগানিস্তানে নারী ও মেয়েদের অবস্থার উন্নতির আশায় সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো।''

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সুপার লিগের অংশ ছিল সিরিজটি। অস্ট্রেলিয়া না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ৩০ পয়েন্ট যোগ হবে আফগানিস্তানের নামের পাশে। এতে বর্তমানে ১১৫ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে থাকা আফগানরা সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী অক্টোবরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ১২০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে থাকা অস্ট্রেলিয়া আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছে ভারত আসরের জায়গা।

আফগানিস্তানের ফাস্ট বোলার নাভিন উল হক মুরিদ অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তকে 'শিশুসুলভ' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া আফগানদের সমর্থন করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে আনন্দিত হওয়ার একমাত্র বিষয়টি কেড়ে নেয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সমালোচনাও করেন তিনি। এর আগে ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর আফগানিস্তানের সঙ্গে নির্ধারিত একটি টেস্ট ম্যাচ স্থগিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্বকাপে 'ভণ্ড' ধর্মগুরুর খপ্পরে পড়েছিলেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়ায় টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে 'ভণ্ড' ধর্মগুরুর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কয়েকজন ক্রিকেটার। এ ছাড়া ক্যাসিনোতে গিয়ে ঝামেলায় জড়ানো এবং কোনো দায়িত্বে না থাকা ব্যক্তির জন্য খরচের মতো অনিয়মের ঘটনাও ঘটেছে দলটিতে। মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়ে গঠিত এক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। অক্টোবরনভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভে খেলেছিল শ্রীলঙ্কা। অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফেরার দিন ব্যাটসম্যান দানুস্কা গুনাতিলকা এক নারীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে স্থানীয় পুলিশের হাতে আটক হন। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কুসালা সরোজিনি বীরাবর্ধনার নেতৃত্বাধীন কমিটি দুই মাসের তদন্ত শেষে ৬৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

এএফপি জানিয়েছে, বিশ্বকাপ দলে থাকা কয়েকজন ক্রিকেটার ও কর্মকর্তা একজন ভণ্ড ধর্মগুরু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বোলার চামিকা করুনারত্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ে সতর্কবার্তা দিলেও নিজের কক্ষে তেলের বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন করুনারত্নে। এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে কমিটি।

২৬ বছর বয়সী চামিকার নাম উঠে এসেছে ক্যাসিনোকাণ্ডেও। এক জুয়াড়ি ছবি তুলতে চাইলে তাঁর সঙ্গে গন্ডগোল বাধান চামিকা, এ সময় আরও ছয় সতীর্থ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ওই ঘটনায় চামিকাকে এক বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেয় এসএলসি। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা কেন ক্যাসিনোতে গিয়েছিলেন, তদন্ত কমিটির এমন প্রশ্নে টিম ম্যানেজার মাহিন্দা হালানগোদা জানান, অস্ট্রেলিয়ার রেস্টুরেন্ট আটটা থেকে সাড়ে আটটায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্রিকেটাররা খাওয়ার জন্য ক্যাসিনোতে গিয়েছিলেন। তবে তদন্ত কমিটি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়নি।

ক্রিকেটারদের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের অনিয়মও খুঁজে পেয়েছে তদন্ত কমিটি। সাবেক হাই পারফরম্যান্স ম্যানেজার জেরম জয়ারত্নে ১০ দিন মেলবোর্নে ছিলেন। এ সময় তাঁর জন্য ৭ হাজার ডলার খরচ করা হয়েছে। যদিও তিনি কোনো দায়িত্বে ছিলেন না। আবার কনসালট্যান্ট কোচ হিসেবে যাওয়া মাহেলা জয়াবর্ধনে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে একটি রেস্টুরেন্টের শাখা খোলায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অডিট করার সুপারিশ করেছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ধ্বংস করার আগে সেগুলো জব্দ করারও আহ্বান জানিয়েছে কমিটি। এ বিষয়ে প্রতিবেদন দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে।

নারীদের যৌন নিপীড়ন করে ১৪ বছরের জেল ভারতের 'জিলিপি বাবা'র

হরিয়ানা ঃ দিল্লির পার্শ্ববর্তী রাজ্য হরিয়ানার টোহানা শহরের বহুল আলোচিত জিলিপি বাবাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে আদালত ১৪ বছরের জেলের সাজা দিয়েছে। হরিয়ানা রাজ্যের ফতেহাবাদ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে জিলিপি বাবা নামে পরিচিত ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। জিলিপি বাবা অমরপুরী আর বিল্লু রাম নামেও পরিচিত।

তার নামে অভিযোগ যে তিনি নারীদের যৌন নিপীড়ন করে সেগুলো ভিডিও করতেন। আবার ভিডিও প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওই নারীদের তিনি ব্ল্যাকমেইলও করতেন।

নির্যাতিত নারীরা পরিবারের কাউকে বিষয়টি জানাতেন না লজ্জায়। কিন্তু ২০১৭ সালে এক নারী পুলিশের কাছে প্রথম অভিযোগ জানান। তারপরেই গ্রেপ্তার হন ওই 'জিলিপি বাবা'।

পাঞ্জাবের মনসায় জন্মানো বিল্লু রাম আট বছর বয়সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে সে পৌঁছয় দিল্লি, যেখানে দিগম্বর রামেশ্বর নামে এক 'বাবা'র সঙ্গে তার দেখা হয়।

পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে বিল্লু রাম জানিয়েছিলেন যে ওই দিগম্বর রামেশ্বরকে নিজের গুরু মেনে তার সঙ্গে উজ্জয়নে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় দশ বছর ছিলেন তিনি। তারপরে নিজের গ্রাম মনসায় ফিরে আসেন বিল্লু রাম। তার বিয়েও হয় সেখানে।

রোজগারের আশায় পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানার টোহানা শহরে পৌঁছন বিল্লু রাম। একটা ঠেলা গাড়িতে জিলিপি বিক্রি করতে শুরু করেন বিল্লু রাম।

টোহানার বাসিন্দা, সিনিয়র সাংবাদিক গুরদীপ ভাটি বলছিলেন, কম সময়ের মধ্যেই বিল্লুর জিলিপি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক মানুষ সেখানে দাঁড়িয়েও জিলিপি খেতেন, আবার বাড়ির জন্য নিয়েও যেতেন। ওই ছোট শহরে নাম হয়ে যায় বিল্লুর জিলিপির। বছর কুড়ি আগে নিজের বাড়িতেই একটা মন্দির বানায় বিল্লু রাম। ওই মন্দিরে বসেই তিনি নারীদের নানা সমস্যার কথা শুনে তার সমাধানের পথ বলে দিতেন। এই সময়েই বিল্লু রাম থেকে তিনি জিলিপি বাবা হয়ে ওঠেন, জানাচ্ছিলেন গুরদীপ ভাটি।

জিলিপি বাবার মন্দিরে শারীরিক এবং মানসিক - দুই ধরণের নারী রোগীরাই আসতেন।

কোনও একটা 'মন্ত্র' পড়ে নারীদের সুস্থ করে তুলতেন বলে দাবী করতেন জিলিপি বাবা। আর সেই সময়েই চা বা অন্য কিছুর সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে দিতেন রোগীদের। নেশা হয়ে যাওয়ার পরে ওই নারীদের ওপরে যৌন নির্যাতন চালাতেন, এমনটাই অভিযোগ পত্রে জানিয়েছিল পুলিশ।

বিল্লু রাম ওরফে জিলিপি বাবার বিরুদ্ধে পুলিশের আরও অভিযোগ যে মন্দিরে লাগানো গোপন ক্যামেরায় ওই যৌন নির্যাতনের ভিডিও রেকর্ড হয়ে থাকত। আর ওই ভিডিও প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়েই নির্যাতিতা নারীদের ব্ল্যাকমেইল করতেন ওই কথিত জিলিপি বাবা।

নারীরা ছাড়া নাবালিকাদেরও নিজের শিকার বানাতেন জিলিপি বাবা আর প্রত্যেকের কাছ থেকে মোটা অর্থ আদায় করতেন তিনি।

লোকলজ্জার ভয়ে নির্যাতিতা নারীরা পুলিশের কাছে বা নিজের পরিবারের কাছেও মুখ খুলতেন না।

কিন্তু ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর একজন নারী পুলিশের কাছে প্রথম অভিযোগ দায়ের করেন।

তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন যে তার সঙ্গে যা করা হয়েছে, সেই অশ্লীল ভিডিওটি ওই 'জিলিপি বাবা' ভাইরাল করে দিয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারার সঙ্গেই 'জিলিপি বাবা'র ওপরে মাদক আইন ও অস্ত্র আইনেও মামলা দায়ের করে পুলিশ। মন্দির থেকে উদ্ধার হয় মাদকও। আদালত সেই সব প্রমাণ বিচার করেই জিলিপি বাবা হয়ে ওঠা বিল্লু রামকে ১৪ বছরের জেলের সাজা দিল।

'জিলিপি বাবা'র আগে অন্তত এক ডজন ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে সবথেকে আলোচিত দুটি নাম হল আসারাম বাপু আর গুরমিত রাম রহিম।

সারা দেশে ৪০০রও বেশি 'আশ্রম'এর প্রধান ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাকে গুরু বলে মনে করতেন, সেই আসারাম বাপুকে রাজস্থানের আদালত আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল যে তিনি এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। ওই একই মামলায় আসারাম বাপুর দুই সহযোগীর ২০ বছরের সাজা হয়।

গুরমিত রাম রহিম নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছিলেন ডেরা সাচ্চা সৌদা। দুজন নারী ভক্তকে ধর্ষণের দায়ে তার ২০ বছরের জেল হয়েছে। বিলাসবহুল জীবনযাপন আর প্রচার সর্বস্ব ওই কথিত ধর্মগুরুকে গ্রেপ্তার করার সময়ে তার ভক্তরা ব্যাপক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল পাঞ্জাবের নানা শহরে। সেই সহিংসতায় অন্তত ২৮ জন নিহত হন।

শুধু হিন্দু ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে যে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগ আছে তা নয়।

কেরালার এক খ্রিষ্টান বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কালের বিরুদ্ধে এক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। তিনিই ভারতের প্রথম বিশপ, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই বিশপকে পরে অবশ্য কেরালার এক আদালত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কিভাবে 'বিতর্কিত' হয়েছিল?

ঢাকা ঃ প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বাচন পদ্ধতি। কার অধীনে নির্বাচন হবে - ক্ষমতাসীন সরকার, নাকি নির্দলীয় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার? সেই বিতর্কের অবসান হয়েছিল ১৯৯৬ সালে, যখন ক্ষমতাসীন বিএনপি প্রবল বিক্ষোভের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে।

কিন্তু ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সংবিধান থেকে এই নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। এখন এই বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নব্বই'এর দশকে আওয়ামী লীগ ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীদার। কিন্তু ২০২৩ সালে বিএনপি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না। কিন্তু ১৯৯৬ এর পরবর্তী ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০১-০৬ সালের বিএনপি সরকারের একটি সিদ্ধান্ত এমন একটি প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, যেটা সম্ভবত গোটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কের মুখে ফেলে দিয়েছে।

উনিশ'শ নব্বই সালে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর চারটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এসব নির্বাচনের মাধ্যমে একবার বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে বারবার ক্ষমতায় পালাবদল হয়েছে। উনিশ'শ একানব্বই সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোন একটি দল পরপর দুইবার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। পরাজিত দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এসব নির্বাচনের ফলাফল দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। উনিশ'শ একানব্বই সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও সে ধরণের সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের অংশ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলো নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি তুলে ধরে এক যোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন । আইন বিষয়ক প্রয়াত লেখক এবং সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এক নিবন্ধে লিখেছেন, হাসানকে যখন ১৩ তম প্রধান বিচারপতি করা হয় তখন ওই দুজনকে ডিঙিয়ে তা করা হয়। সেই অর্থে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পথ বিএনপিই দেখিয়েছে।'

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স-সীমা বাড়ানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কেএম হাসান অবসরের পরপরই যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারেন।

নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবসময় সংঘাতময় হয়ে উঠে।

বিচারপতি কেএম হাসান যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে না পারেন সেজন্য ২০০৪ সাল থেকেই তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ধীরে ধীরে আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে থাকে।

তারা শুরু থেকেই বলতে থাকে যে, কেএম হাসান 'বিএনপির লোক' এবং এক সময় তিনি বিএনপি থেকে নির্বাচনও করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বিএনপির কমিটিতেও ছিলেন বলে অভিযোগ আনা হয়। আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই বলে আসছিল যে, তারা কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে মানবে না। অন্যদিকে বিএনপিও তাদের পরিকল্পনা মতোই এগিয়ে যাচ্ছিল। কারণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ ছিল বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে। তারা বুঝতে পারছিলেন যে, ২০০৭ সালের নির্বাচনে তাদের পক্ষে জয়লাভ করা সহজ হবেনা। তাছাড়া, ১৯৯১ সাল থেকে দেখা গেছে যে, কোন সরকার পরপর দুইবার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। সব মিলিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজেদের কব্জায় রাখার কৌশল বের করে বিএনপি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, এটা ঠিক যে বিএনপি নির্বাচন ম্যানিপুলেট করতে চেয়েছিল, বিচারপতির বয়স বাড়িয়ে তাদের পছন্দের লোককে প্রধান উপদেষ্টা করার জন্য। আওয়ামী লীগের সহিংস

বিএনপি সরকার সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে, যেটা সকল বিরোধী দল শুধু বর্জন নয়, ব্যাপক বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

বিতর্কিত এই নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ তৎকালীন বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়।

এরপর ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ সরকার। দেশে-বিদেশে সে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। নির্বাচনে পরাজিত দল বিএনপি নির্বাচনে 'পুকুর চুরির' অভিযোগ আনলেও, তাদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে। সে নির্বাচনে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী জোট ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে।

কিন্তু নির্বাচন নিয়ে পক্ষপাতিত্ব এবং কারচুপির অভিযোগ আনে আওয়ামী লীগ। কিন্তু সেটি হালে পানি পায়নি ২০০১ সালের সে নির্বাচনও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিবাচনের জন্য ১৯৯৪ সালে থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন করেছিল আওয়ামী লীগ।

দু'হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পরেই সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই সংবিধানে সংশোধনের কয়েকটি দিক ছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয়েছিল। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর নেবার বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়েছিল। সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শনের বিধানও করা হয়েছিল এর মাধ্যমে। দু'হাজার চার সালের ১৬ই মে সংসদে এই সংশোধনীর জন্য বিল উত্থাপন করেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী মওলুদ আহমদ। যার মধ্যে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স বাড়ানো। সংবিধানের এই সংশোধনী একেবারেই সাদামাটা কোন বিষয় ছিল না। এর পেছনে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ইচ্ছে লুকায়িত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। সংবিধান অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অভিযোগ তোলে যে, বিএনপি তাদের পছন্দসই ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা করার জন্য নানা আয়োজন করেছে। দু'হাজার তিন সালের জুন মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান কে এম হাসান। তখন অভিযোগ উঠেছিল যে, বিএনপি সরকারের পছন্দের কারণেই জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে মি. হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কেএম হাসান ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। মি. হাসান তখন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপ ভেঙে যাওয়ায় তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব না নিলে তার আগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা। এভাবে চারটি বিকল্প ছিল সংবিধানে। কেউ দায়িত্ব নিতে না চাইলে সর্বশেষ উপায় হিসেবে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেব দায়িত্ব নেবার কথা। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সংবিধানের সবগুলো বিকল্প না দেখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বিএনপির মনোনীত হলেও তিনি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন তখন আওয়ামী লীগ সরাসরি আপত্তি করেনি। দলটি বলেছিল, রাষ্ট্রপতি কতটা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেটি তারা পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে। আওয়ামী লীগ অভিযোগ তোলে তিনি বিএনপির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে চারজন সদস্য পদত্যাগ করেন। শুরু হয় আরেক সংকট। আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর তীব্র আপত্তির মুখেও ২০০৭ সালের ২২ শে জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইয়াজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করলে ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙ্গে দেয়। সেনাবাহিনীর সমর্থনে গঠিত হয় নতুন আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, বিচারপতি কেএম হাসানকে নিয়ে সৃষ্ট সংকট শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ পর্যন্ত গড়িয়েছে। তারা তো (বিএনপি) তো আরো দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য আটঘাট বেধে নেমেছিল। এক-এগারো হওয়াতে তাদের ভরাডুবি হয়ে যায়, বলেন মি. আহমেদ।

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল এবং তাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো এখন আবার নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের জন্য আন্দোলন করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি এখন বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। বিএনপি বলছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে বিতর্কিত করার জন্যই সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল দুই বছরের জন্য।

'সোলেডারের নিয়ন্ত্রণ দখলের' দাবি করছে ওয়াগনার গ্রুপ

সোলেডার ঃ পূর্ব ইউক্রেনের সোলেডার শহরে রুশ বাহিনীর সহযোগী ওয়াগনার গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের সাথে ইউক্রেনীয় সেনাদের তীব্র লড়াই এখনো চলছে। ওয়াগনার গ্রুপ দাবি করছে যে তারা সোলেডার শহরটির নিয়ন্ত্রণ দখল করেছে - কিন্তু কিয়েভ বলছে তাদের সৈন্যরা এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতে ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের এক বিবৃতি রুশ মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। এতে তিনি বলেন, সোলেডার শহরের কেন্দ্রে ইউক্রেনীয় সেনারা এখন ঘেরাও হয়ে পড়েছে।

মি. প্রিগোশিন জানান, ওয়াগনার ইউনিটগুলো পুরো সোলেডারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে এবং শহরের কেন্দ্রে লড়াই চলছে।

তবে ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া হান্না মালিয়ার বলেন, রাশিয়া এখনো সোলেডার দখল করতে পারেনি। দু পক্ষের এসব দাবী স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

এর আগে তিনি সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকার কথা বলেছিলেন।

কয়েক ঘন্টা আগে মিজ মালিয়ার বলেন, শত্রুপক্ষ তাদের সেনাদের বিপুল সংখ্যায় হতাহত হবার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীর অবস্থানগুলোর দিকে যাবার পথে শত্রুপক্ষের বহু নিহত যোদ্ধার মৃতদেহ পড়ে আছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক বলেছেন, এ পর্যন্ত যত লড়াই হয়েছে তার মধ্যে সোলেডার ও বাখমুটের যুদ্ধই সবচেয়ে রক্তাক্ত। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সোলেডারের রাস্তায় সৈন্যরা যুদ্ধ করছে এবং ইউক্রেনীয় অবস্থানগুলোর ওপর বিমান থেকে আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের একজন মুখপাত্র জনগণকে এখনই তাড়াহুড়ো করে বিজয়ের বার্তা দিতে নিষেধ করেছেন। ওয়াগনার গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে রুশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশ নয়। মি. প্রিগোশিনের বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয় যে সোলেডার শহরের ভেতরে ঢোকার লড়াইয়ে শুধু ওয়াগনার যোদ্ধারাই অংশ নিচ্ছে। প্রায় ১০,০০০ লোকের বাসস্থান সোলেডার শহরটি রুশ দখলে চলে গেলে তা রুশ সৈন্যদের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাখমুট শহরটি ঘিরে ফেলতে সহায়তা করবে। তা ছাড়া এর ফলে বাখমুট শহরটিতে রসদপত্র সরবরাহের জন্য নিকটবর্তী স্লোভিয়ানস্কের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথটিও প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

তা ছাড়া সোলেডার শহরের লবণ-খনির গভীর সুড়ঙ্গগুলোকে ইউক্রেন-নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ঢুকতে ব্যবহার করতে পারবে রাশিয়া।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:01:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

আফ্রিকা যাওয়ার পথে কেন ঢাকায় নামলেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিন গ্যাংয়ের সাথে ঢাকার বিমানবন্দরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। বাংলাদেশে সোমবার মধ্য রাতের পর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রাবিরতি করেছেন চীনের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিন গ্যাং। আফ্রিকা সফরে যাওয়ার সময় বিমানের জ্বালানি নেয়ার কারণে তাকে এই যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বলা হয় যে, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় সোমবার রাত একটার দিকে দুই ঘণ্টার যাত্রাবিরতি করবেন। সোমবার রাতের যাত্রাবিরতির মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ এবং ঘণ্টাখানেকের একটি বৈঠকও করেছেন। তবে এটা আনুষ্ঠানিক কোন সফর ছিল না বলেও জানানো হয়। যদিও আফ্রিকা যেতে হলে বাংলাদেশ হয়ে না গেলেও চলে। অর্থাৎ এটি আসলে আফ্রিকা যাওয়ার রুট নয়। বিমানবন্দরে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. মোমেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, চীন বাংলাদেশকে প্রায় আট কোটি ২০ লাখের মতো কোভিডের টিকা দিয়েছে। যার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ প্রায় ৮০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য চীনে রপ্তানি করে। আর চীন থেকে আমদানি করা হয় ১৩শ কোটি ডলারের পণ্য। এটা এক পাক্ষিক উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. মোমেন মি. গ্যাংকে বলেন, আপনারা বলেছিলেন যে ৯৮ যত প্রোডাক্ট আছে সেগুলোতে ডিউটি ফ্রি, কোটা ফ্রি অ্যাক্সেস (শুল্ক ও কোটামুক্ত) সুবিধা দিবেন। এটা ঘোষণা হয়েছিল কিন্তু গেজেটটা হয়নি বলে আমাদের ব্যবসায়ীরা সেই অ্যাক্সেস নিতে পারছে না।

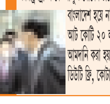

লক্ষিমপুর জেলার পাভো বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

তাড়া খেয়ে কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহের পলায়ন, উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি বদরুদ্দিন আজমলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ টানা দুদিন ধরে লক্ষ্মীমপুর জেলার পাভো বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে শতাধিক ব্যক্তি গৃহহারা হয়েছেন। একদিকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে মানুষের তাড়া খেলেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহ। অন্যদিকে শীতের এই সময়ে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন এআইইউডিএফ প্রধান মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল। রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে। বর্তমান সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান চলতে থাকবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার থেকে লক্ষ্মীমপুর জেলার পাভো বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। বৃহৎ পুলিশ প্রশাসনের ঐক্যবদ্ধ জুটিতে বুধবারেও উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহানুভূতি জানাতে এদিন পাভো বনাঞ্চলে উপস্থিত হন কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভরত নরহ। তবে সহানুভূতি দেখাতে যাওয়া বিধায়ককে উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোষের মুখে পড়তে হয়। স্থানীয় ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের এই সফরের বিরোধিতা করার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানান। অবশেষে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সেখান থেকে পলায়ন করেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহ।

রাজ্যে অব্যাহত থাকা উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল। তিনি এক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লেখে বলেন, শীতের দিনে এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এই ব্যক্তিদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মানবতার খাতিরে এবং মানব অধিকারের স্বার্থে এই শীতের সময়ে অতি শীঘ্রই রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল।

তিনি বলেন রাজ্য সরকার এই ব্যক্তিদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে তথা পুনর সংস্থাপনের কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে এভাবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা খোলা আকাশের নিচে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে বহু বছর ধরে এই ব্যক্তিরা সেইসব স্থানে বসবাস করলেও তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই অভিযানে এক বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

বদরুদ্দিন আজমল বলেন তার দল সরকারি জমি বেদখল হওয়ার পক্ষে নেই। একইভাবে সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রেও আপত্তি নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বলেন রাজ্যে ব্যাপকভাবে বন্যা এবং ব্রহ্মপুত্র এর বুকে জমি হারিয়ে যাওয়ার জেরে বাধ্য হয়েই দরিদ্র ব্যক্তিরা সরকারি জমিতে বসবাস করা শুরু করেন। ফলে জাতি ধর্মভাষা নির্বিশেষে সরকারের এই ব্যক্তিদের সাহায্য করা উচিত। এক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপন এবং উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

ইউক্রেন আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে সরিয়ে দিয়েছে রাশিয়া

মাস্কো ঃ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার শীর্ষ কমান্ডারকে তার পদে বহালের মাত্র তিন মাসের মধ্যে সরিয়ে দিয়েছেন। মিঃ পুতিন যাকে বিশেষ সামরিক অভিযান বলে অভিহিত করেছেন, এখন সেটার নেতৃত্ব দেবেন চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভ।

সের্গেই সুরোভিকিনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল গেরাসিমভ, যিনি ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে সাম্প্রতিক হামলার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় একের পর এক সামরিক পরাজয়ের পর পূর্ব ইউক্রেনে অগ্রগতি ঘটছে বলে রাশিয়া দাবি করে, তার পরপরই এই রদবদল ঘটে। রাশিয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে তাদের আগ্রাসন শুরু করে।

জেনারেল গেরাসিমভ, ২০১২ সাল থেকে রাশিয়ান চিফ অফ জেনারেল স্টাফ পদে রয়েছেন। বলা হয়, তিনি সোভিয়েত-পরবর্তী যুগের রাশিয়ান চিফ অফ জেনারেল স্টাফদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন।

জেনারেল সুরোভিকিন - এখন তার ডেপুটি - সিরিয়ায় রাশিয়ার অভিযান এবং বিশেষ করে আলেপ্পো শহরে ভারী বোমাবর্ষণসহ পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোয় তার নৃশংস কৌশলের জন্য তাকে জেনারেল আর্মাগেডন নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

অক্টোবরে অভিযানের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য প্রচারণা শুরু করে। এতে লাখ লাখ ইউক্রেনীয় নাগরিককে কনকনে শীতের মধ্যে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন এবং কলের পানি ছাড়া ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খেরসন থেকে রুশ বাহিনীর প্রত্যাহার ছিল ইউক্রেনীয়দের জন্য একটি বড় সাফল্য।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে যে, জেনারেল সুরোভিকিনকে প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং রুশ বাহিনীকে ব্যবস্থাপনার মান ও কার্যকারিতা উন্নত করা।

কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলে তিনি হয়তো আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছেন বলে কেউ কেউ ধারণা করছেন।

সামরিক বিশ্লেষক রব লি টুইটারে লিখেছেন, ইউক্রেনের ইউনিফাইড কমান্ডার হিসেবে, সুরোভিকিন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন, এবং পুতিনের সাথে কথা বলার সময় সম্ভবত শোইগু রাশিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই এবং গেরাসিমভকে উপেক্ষা করছিলেন, রাশিয়ার কিছু সামরিক ব্লগার, যারা যুদ্ধকে সমর্থন করে, তারাও এই যুদ্ধ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার ব্যাপক সমালোচনা করে। তারা বিশেষ অভিযানের নতুন প্রধান জেনারেল গেরাসিমভসহ রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছে।

সোলেডারে লড়াই অব্যাহত থাকার মধ্যেই বুধবার এই নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণা আসে।

সোলেডারের পতন রুশ সৈন্যদের তাদের কৌশলগত শহর বাখমুতে আক্রমণে সাহায্য করতে পারে। শহরটির অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) দূরে।

শহরটির এই সীমারেখার মধ্যে রুশ বাহিনী একটি সুরক্ষিত আর্টিলারি অবস্থান নিতে পারে।

সোলেডারের গভীর লবণের খনিও রয়েছে, যা ইউক্রেনীয় ক্ষেপণাস্ত্র থেকে রুশ সৈন্যদের সুরক্ষা দিতে পারে আবার যুদ্ধসরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য খনিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার গ্রুপ এমন আলোড়ন তৈরির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নিতে চাইছে।

মঙ্গলবার রাতে, গ্রুপের নেতা, ইয়েভজেনি প্রিগোজিন বলেছেন যে তার বাহিনী সোলেদারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

তবে বুধবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। যা প্রিগোজিনের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক - তবে মন্ত্রণালয় বলছে ওই লড়াইয়ে শুধুমাত্র ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যরা জড়িত ছিল।

পরে মিঃ প্রিগোজিন বুধবার সন্ধ্যায় তার দাবির পুনরাবৃত্তি করেন। টেলিগ্রামে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে, তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে তার ভাড়াটে সৈন্যরা প্রায় ৫০০ ইউক্রেনপন্থী সৈন্যকে হত্যা করেছে।

তিনি লিখেছেন, পুরো শহর ইউক্রেনীয় সৈন্যদের লাশে ছেয়ে গেছে।

ইউক্রেন সম্প্রতি রাশিয়ান লাশের স্তূপ সম্পর্কেও একই ধরনের মন্তব্য করেছে।

তবে এসব তথ্য স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ম্যাক্সার টেকনোলজিস কোম্পানি আগস্টে এবং জানুয়ারির শুরুর দিকে সোলেডারের দুটি ছবি প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ধ্বংসের মাত্রা দেখা যায়।

সোলেডারের আশেপাশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে ঘিরে রাশিয়ার সরকারী ব্যাখ্যাগুলো দেশটির সামরিক নেতৃত্বের বিভাজনের দিকটিকে ইঙ্গিত করে, বিশেষ করে ওয়াগনার গ্রুপ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেটাই ফুটে ওঠে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোলেডারের পতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং এর প্রচারকারীরা সোলেডারে সাফল্য অর্জনের ভান করছে, মি. জেলেনস্কি বুধবার তার রাতের ভাষণে বলেন, তবে সোলেডারে লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

দাভোসের প্রতিবেদন ঃ প্রধান বৈশ্বিক ঝুঁকি মূল্যস্ফীতি

দাভোস (এজেন্সী) ঃ কোভিড মহামারি এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে ধুঁকছে বৈশ্বিক অর্থনীতি। এর ফলে মূল্যস্ফীতির মতো স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের মতো দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জগুলিকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

আগামী দুই বছর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ঝুঁকি তৈরি করবে। আগামী সপ্তাহে দাভোসে বৈঠকের আগে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের একটি সমীক্ষা।

ফোরামের প্রকাশ করা বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০২৩ অনুসারে, এখনও বৈশ্বিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন। তবে স্বল্পমেয়াদী নানা সংকট জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপকে আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে।

করোনা মহামারি এবং রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ফলে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় ২০২২ সালে চরম জ্বালানি ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পৌঁছায় চরমে।

সুইজারল্যান্ডের আল্পসে দাভোস গ্রামে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন। এর আগে প্রকাশ করা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ''সংঘাত এবং ভূ-অর্থনৈতিক উত্তেজনা একের পর এক পরস্পর সম্পর্কিত বৈশ্বিক ঝুঁকির জন্ম দিয়েছে।'' প্রতিবেদনে আরেকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ডিগ্লোবালাইজেশন। ইউক্রেন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেরও নানা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''অর্থনৈতিক যুদ্ধ স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে।''

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্বজুড়ে উন্নতির পর দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আবার মন্থর গতি দেখা দিয়েছে। বিষয়েও শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সতর্ক করা হয়েছে, এর ফলে নতুন অর্থনৈতিক যুগে ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে আরো বৈষম্য দেখা দিতে পারে। গত কয়েক দশকের মধ্যে মানব উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাধা এটি।।